CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 January, 2021 ■ আগরতলা, ২৯ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৪ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে ত্রিপুরার ট্যাবলো দ্বিতীয় স্থানে

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে ত্রিপুরার ট্যাবলো দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। ইকো-ফ্রেন্ডলি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা থিমে ভর করে বাঁশের কারুকার্য সকলের মন জয় করেছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় বলেন, জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, নয়াদিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরার ট্যাবলো দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এই সাফল্য অর্জনের জন্য আমি ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী এবং যাঁরা এই ট্যাবলোর নির্মাণকাজ ও কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার দিশাতেই এই ট্যাবলো নির্মাণ করা হয়েছিল। ভোকাল ফর লোকালের বার্তা দিতে পরিবেশবান্ধব ও রাজ্যের স্বকীয় জীবনযাপনের প্রতীক হিসবে নির্মিত হয়েছিল ট্যাবলো।

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করার জন্য ত্রিপুরাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে, প্রথম স্থান অর্জন করেছে উত্তরপ্রদেশ এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে উত্তরাখণ্ড। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওই দুই রাজ্যকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে এখন পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আগামীদিনে সাব্রুমে সুসংহত স্থলবন্দর ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠলে রাজ্যে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজ কিল্লা ব্লকের মনিথাং পাড়ায় মলসম সম্পদায়ের রাজ্যভিত্তিক সেংগ্রাক উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

তিনি বলেন, মলসম সম্পদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তাদের জীবনশৈলীর রূপ প্রকাশ পায়। রাজ্যের প্রতিটি জনজাতি সম্পদায়েরই নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেশ বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরণের উৎসব সম্পীতির উৎসব। জাতি ও জনজাতি উভয় অংশের মানুষের মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে সরকার রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের প্রতিটি সাফল্য বিশ্বকে সফল করতে সাহায্য করবে, দাভোস সামিটে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের দাভোস সামিটে ভারতের 'জীবনদায়ী' ভূমিকার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রতিটি সাফল্য বিশ্বকে সফল করতে সাহায্য করবে। বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিয়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে এ দেশ। একইসঙ্গে তুলে ধরলেন দেশে টিকাকরণের সাফল্যও।

বৃহস্পতিবার ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের দাভোস সামিটের ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গত বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনেকে বলেছিল ৭০-৮০ কোটি মানুষের করোনা হবে, ২০ লাখ মানুষ মারা যাবেন।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের দাভোস সামিটে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি।

কিন্তু ভারত দমে না গিয়ে কোভিডের মোকাবিলা করে। তিনি বলেন, এদিন তিনি এসেছেন ১৩০ কোটি ভারতবাসীর তরফ থেকে বিশ্বাস, আশা ও ইতিবাচক বার্তা নিয়ে। বলেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে জন আন্দোলনে পরিণত করে সফলতা এসেছে। করোনার জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবিধানিক আইন মেনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি ছিল বিজেপির ঃ মুখপাত্র

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। সাংবিধানিক আইন মেনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি। এমন-কি, নেডা-র আহ্বায়ক তথা অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও আইনের এক্তিয়ারে থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। অথচ, আন্দোলনকারী চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা আবারও বেআইনিভাবেই তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী আন্দোলনকারী চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্ত অভিযোগের খণ্ডন করেছেন। তাঁর সাফ কথা, আন্দোলনের নামে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একটা ছোট অংশ উত্তেজনার বারুদ ছড়ানোর কাজ সুপরিকল্পিতভাবে করছেন। কারণ, সিপিএমের

দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।

এদিন তিনি বলেন, ৫১ দিন ধরে আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন ছিল না। ওই আন্দোলন সিপিএম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। কারণ, আন্দোলনের নামে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একটা ছোট অংশ উত্তেজনার বারুদ ছড়ানোর কাজ সুপরিকল্পিতভাবে করছেন। তাঁরা সিপিএমের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, সিপিএম বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কারণ, তাঁদের ভুল নীতির জন্যই ১০৩২৩ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন।

সুব্রতবাবুর কথায়, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তদানীন্তন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, সাংবিধানিক আইন মেনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ দ্বিতীয় পর্যায়ের টিকাকরণে সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচিতে প্রথম সারির যোদ্ধাদের সাথে রাজ্যের সাংবাদিকদের অন্তর্ভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম সারির যোদ্ধারা যেমন পুলিশ, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স, মিউনিসিপাল ওয়ার্কার্স, রাজস্ব দপ্তরের কর্মী ইত্যাদির পাশাপাশি সাংবাদিকদের টিকাকরণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল পঞ্চাশোর্ধ মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল এক পঞ্চাশোর্ধ মহিলার। ওই ঘটনায় খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন উত্তর মহারাণীপুর এলাকায় জনমনে আতঙ্ক ও ক্ষোভ উভয়ই দেখা দিয়েছে। খিলিংতি দেববর্মার মৃতদেহ বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। আগামীকাল ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৪টা নাগাদ উত্তর মহারাণীপুর এলাকা থেকে একটি টিআর ০১ বি ৪১৬১ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী গাড়ি তেলিয়ামুড়ার দিকে যাচ্ছিল। উত্তর মহারাণীপুর এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় হটাৎ একটি বন্য হাতি গাড়ির সামনে সে পরে এবং তাণ্ডব শুরু করে। হাতির তাণ্ডব দেখে গাড়ির যাত্রীরা আত্মরক্ষায় পালিয়ে যান। কিন্তু, খিলিংতি দেববর্মা গাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বন্য হাতি খিলিংতি দেববর্মা-কে সুর দিয়ে আঘাত করে। তাতে, ওই মহিলা অচৈতন্য হয়ে পড়েন।

কিছুক্ষন পর স্থানীয় জনগণ মশাল নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন ওই মহিলা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনী-কে খবর দেওয়া হয়। দমকল কর্মীরা এসে মহিলাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। মৃতের পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, আজ মৃতদেহের ময়না তদন্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই, মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হবে। আগামীকাল ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বন্যহাতির উন্মত্ত তাণ্ডবে ঘটনাস্থলে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় কৃষ্ণপুর এলাকায় জনমনে আতঙ্ক দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনিভাবে শিক্ষক পদে চাকরি দেওয়ার জন্য দোষীদের শাস্তির দাবি আমরা বাঙালির

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। বেআইনিভাবে শিক্ষক পদে চাকরি দেওয়ার জন্য দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে আমরা বাঙালি-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সংগঠনের সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপালের সাফ কথা, চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা কোনও অন্যায় করেননি। তাই, তাঁদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে ত্রিপুরা সরকারের বিকল্প ব্যবস্থা করা উচিত। পাশাপাশি তাঁদের জীবন আজ বিপন্নের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক, জোরালো দাবি তুলেছে আমরা বাঙালি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট জমানায় কোনও নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে বেআইনিভাবে শিক্ষক পদে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। স্বজনপোষণ ও নগ্ন দলবাজির অভিযোগ এনে কয়েকজন বেকার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে ২০১৪ সালে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে যায়। সুপ্রিমকোর্টও হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে। ফলে এখন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা স্থায়ী চাকরির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার তাদের চাকরির পরীক্ষায় বসার আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু, তাঁরা কোনও পরীক্ষা ছাড়াই চাকরির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের কিছু পিএসইউ সংস্থা লাভের মুখ দেখছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৩১টি পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিং সংস্থা তথা পিএসইউ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এই সংস্থাগুলি সঠিক দিশায় চলছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ আজ লাভজনক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান।

তিনি এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেড ২০০৫-০৬ অর্থবছরে লোকসানে চলছিল।

বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসে মাত্র ২ বছরে এই সংস্থাকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই সংস্থার লাভ এসে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিশালগড় এর সেকেরকোট এবং ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় গোকুলনগরে দুটি পথ দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার সকালে একটি অটো করে সেকেরকোট থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে আসছিল এক যুবক। সেকের কোট বাজার এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মারুতি গাড়ি ঢুকে ধাক্কা দেয়। মারুতি গাড়ির ধাক্কায় অটোর যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহত যুবককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় কলেজে ভর্তি নিয়ে জটিলতা ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় সড়ক অবরোধ

ভর্তি হতে কোনও ধরণের সমস্যা হবেনা ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ভর্তি না হতে পারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়। দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বৃহস্পতিবার দুপুরে। আগরতলা সাব্রুম মূল সড়ক অবরোধে বসে কলেজ সংলগ্ন গেটের সামনে। ছুটে আসে বিশালগড় থানা থেকে চারজন সাব-ইন্সপেক্টর। দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের সাথে প্রথমে কথা বলেন। ছাত্রছাত্রীরা শেষ পন্ত দীর্ঘ আলোচনার ৪৫ মিনিট পর আবরোধ মুক্ত করে জাতীয় সড়ক। অবরোধের ফলে প্রচুর সংখ্যক গাড়ি রাস্তার দুপাশে আটকে থাকতে দেখা গেছে।

তাদের আশ্বাস দিয়েছেন বিশালগড় থানার পুলিশ শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করে প্রায় ২২৫ জন ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা করার জন্য যতটুকু চেষ্টা করা যায় করবে। তখনই দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্রীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে। সঙ্গে সঙ্গেই ছয় সাত জনের প্রতিনিধি দল সহ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টররা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষা ড. চিত্রা পালের সাথে প্রায় এক ঘন্টা কথা বলার পর ছাত্র ছাত্রীরা আশ্বাস পেয়ে সীপাহিজলা জেলার ২২৫ জন ছাত্র ছাত্রীরা আশ্বাস পেয়ে খুবই খুশি লক্ষ্য করা গেছে।

তবে অধ্যক্ষা সাংবাদিকদের সাথে একথাও বলেন ২০২১ নতুন শিক্ষাবর্ষে এই জেলা থেকে দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা প্রথম দফায় অনলাইনে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন করতে হয়েছিলো। বর্তমানে অফ লাইনে ভর্তি হতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারণ অনলাইন এ কিছু কিছু ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেও। সীপাহিজলা জেলার বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রী এখনোও ভর্তি হতে পারেনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১১১ ▫ ২৯ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১৫ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সীমাবদ্ধতা

কথায় আছে সবকিছুরই একটা সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত, লাগাম টানিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। ইহাতে বিঘ্ন ঘটিলে নানা সমস্যা দেখা দিয়া থাকে।এবছর এক অন্য সাধারণতন্ত্র দিবসের সাক্ষী থাকিল দেশবাসী, যেদিন নিরাপত্তায় মোড়া দেশের অন্যতম ঐতিহ্যশালী লালকেল্লায় ঢুকিয়া পড়িলেন কয়েক হাজার কৃষক। তাঁহারা জয় কিষান স্লোগান দিলেন, লালকেল্লার গম্বুজের পাশে রডের মাথায় টাঙাইয়া দিলেন দলীয় পতাকা। এ এক অন্য সাধারণতন্ত্র দিবস, যেদিন কাতারে কাতারে কৃষক আর লক্ষাধিক ট্রাক্টর পুলিসকে ঠুঁটো করিয়া কার্যত কয়েক ঘণ্টার জন্য দিল্লির দখল নিলেন। আন্দোলনকারী কৃষক ও পুলিসের মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ডের জেরে ব্যারিকেড ভাঙা কৃষকের উপর লাঠি টিয়ার গ্যাস চলিল এবং পাল্টা হিসেবে পুলিসের উপর হইল ইট বৃষ্টি। অনভিপ্রেত এই কাণ্ডের পরিণতিতে এক কৃষকের মৃত্যুও হইয়াছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে নজিরবিহীন তো বটেই, ২০২১-এর ৭২তম সাধারণতন্ত্র দিবসের রক্তঝরা সকাল গড়াইয়া দুপুর ইতিহাসের পাতায় ঢুকিয়া পড়িল। যাহা হইল এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

কেন্দ্রের শাসকদলের মতে কৃষকরা কথা রাখেননি। রাজধানীর রাজপথে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ শেষ হইলে দিল্লির আউটার রিং রোড দিয়ে ট্রাক্টর মিছিলের অনুমতি দিয়াছিল পুলিস। তাহাও বেলা ১২টার পর। কিন্তু 'অবাধ্য' কৃষকরা সকাল ৮টা থেকে ব্যারিকেড সরাইয়া কার্যত আইন হাতে তুলিয়া নিয়াছেন। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ কোনওদিন কোনও দেশে কি প্রতিরোধের বাঁধ দিয়ে ঠেকানো গিয়াছে? নয়া তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দু'মাসের বেশি সময় ধরিয়া দিল্লির উপকণ্ঠে পথে মাটি কামড়ে পড়িয়া রহিয়াছেন কৃষকরা। ইতিমধ্যেই বহু কৃষক আত্মহত্যা বা প্রবল শীতে মারা গিয়াছেন। কেন্দ্রের সঙ্গে ন'দফায় আলোচনাও হইয়াছে। সমাধান অধরা হইলেও লক্ষ লক্ষ কৃষকের রক্ত জল করা আন্দোলন এতদিন শান্তই ছিল। সংযম আর ধৈর্যের এক চরম পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ এই আন্দোলন। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভাঙে। সাধারণতন্ত্র দিবসের দিনে জলোচ্ছ্বাসের মতো দিল্লির বুকে আছড়ে পড়া লক্ষ লক্ষ কৃষকের প্রতিবাদ সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া লালকেল্লার দিকে। সেই উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে লালকেল্লার মাথায় সংগঠনের হলুদ পতাকা তোলার মধ্যে বাড়াবাড়ি ছিল, যা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। যেখানে জাতীয় পতাকা ওড়ে সেখানে তার পাশে সংগঠনের পতাকা ওড়ানোটা গর্হিত কাজ। অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু এই ঘটনা দেশের অন্যতম সুরক্ষিত এলাকার নিরাপত্তা যে কত ঠুনকো তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাইয়া দিয়াছে। লজ্জা ঢাকিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে আধা সেনা মঙ্গলবার রাতেই দিল্লি শহরে রুটমার্চ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি ঢাকা পড়িবে পুলিসি ব্যর্থতা, অপদার্থতা?

আসলে এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাব অনেকাংশে দায়ী। নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কৃষকদের আন্দোলনে বিপুল জনসমর্থন থাকিলেও, বিরোধী অনেক দল তাঁহাদের পাশে থাকিলেও আন্দোলনকে সম্ভবত লঘু করে দেখছিল প্রশাসন। বরং আন্দোলন থেকে চোখ ঘুরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে বারবার। প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্যও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেননি। আন্দোলন নিয়ে প্রশাসনের এমন ঢিলেঢালা মনোভাবই বছরখানেক আগে দেখা গিয়াছিল শাহিনবাগে। সেবার সরকারকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল করোনা। কিন্তু এবার আর তাহা হইল না। সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায়ে আক্রান্ত হইল গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ লালকেল্লা। কতিপয় কৃষকের খারাপ কাজের পরিণতিতে দেশের মাথা হেঁট হইল। এই ঘটনাকে কেউই সমর্থন করিতে পারে না, এমনকী আন্দোলনকারী কৃষক সংগঠনও ঘটনাকে সমর্থন না করে বলিয়াছে বহিরাগত দুষ্কৃতী প্রবেশ করিয়া এমন অকাজ করিয়াছে, তাহাদের তাহারা চিহ্নিত করিয়াছে। সত্যিই কারা এমন নিন্দনীয় কাজ করিল তদন্ত করিয়া দেখা হোক। কিন্তু এই সুযোগকে হাতিয়ার করিয়া কৃষি আইনকে ঘিরিয়া উদ্ভূত সমস্যা থেকে কেন্দ্রের শাসক চোখ ঘোরানোর চেষ্টা করিলে তাহা ঠিক হইবে না। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

পদত্যাগ করলেন শ্রীলঙ্কান প্রধান নির্বাচক অশান্থা ডি মেল

কলম্বো, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : শ্রীলঙ্কার প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অশান্থা ডি মেল। বৃহস্পতিবার তিনি নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

লঙ্কান ক্রিকেটের সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজের পর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও ধবলধোলাই হতে হয় দলটিকে। দলের বাজে পারফরম্যান্সের পর প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিলেন অশান্থা ডি মেল।

এরআগে ২০১৮ সালের নভেম্বর থেকে প্রধান নির্বাচকের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার টিম ম্যানেজারের দায়িত্বও পালন করে আসছিলেন ডি মেল। কদিন আগে সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। তিনি জানান, নির্বাচকের দায়িত্ব ছাড়তে ইংল্যান্ড সিরিজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, 'দুই দায়িত্ব থেকেই পদত্যাগ করার পরিকল্পনা করছিলাম। তাই আমি ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।আমার মনে হয়েছে, সরে দাঁড়ানোর এটাই সময়। দুই বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছি।'

এরইমধ্যে নতুন ম্যানেজার হিসেবে জেরোমি জয়ারত্নেকে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। তবে নির্বাচক কমিটি নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি দেশটির বোর্ড।

ক্যামেরুনে বাস ও তেলবাহী ট্যাংকারের সংঘর্ষ, নিহত ৫৩ জন

ইয়াওনডে, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ক্যামেরুনে মর্মান্তিক দুঘটনা। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকারের ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ৫৩ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার গভীর রাতে সংঘর্ষের কারনে দুটি গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার ফলে আরও ২৯ জন আহত হন। খবর সিএনএনের।

বুধবার দাসচাংয়ের ক্লিফ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির ওয়েস্ট পশ্চিমাঞ্চলীয় গভর্নর ফঙ্কা অগাস্টিন এ তথ্য জানিয়েছেন। গভর্নর জানিয়েছেন, নিহতদের সবাই আগুনে পুড়ে যাওয়ায় তাদের শনাক্ত সম্ভব হয়নি। আহত ২৯ জন গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছে।তিনি জানান, ৭০ আসনের বাসটির সঙ্গে ট্যাংকারটির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ট্যাংকারটির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কুয়াশার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহত যাত্রীদের দেহ এমনভাবে দগ্ধ হয়েছে যে, তাদের কারও পরিচয় শনাক্ত সম্ভব হয়নি।

ভারতের সংবিধান রচনার আদিপর্ব

শেখর সেনগুপ্ত

যে বস্তু পৃথুল, তাকে নিয়ে চর্চায় বসতে আমরা অনেকেই কমবেশি ভায়ার্ত। কিন্তু আমাদের সংবিধানটি আকারে বিশ্বে বৃহত্তম। তার বিশ্লেষণকে তো এড়িয়েও যেতে পারি না, বিশেষত গণতান্ত্রিক দেশে এর গুরুত্ব ও মহিমা অন্যরকম হতে বাধ্য। এই সংবিধানের রচনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের প্রত্যেকের মেধা প্রশ্নাতীত। কর্মের বিপুলতাকে তাঁদের একজনও আপদ বলে মনে করেননি। বিবিধি চিন্তনের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন, কিন্তু ঢোঁক গেলেননি। তাঁদের সামনের থরে থরে সাজানো ছিল বিশ্বের তাবৎ গণতান্ত্রিক দেশগুলির সংবিধান। ধনে সম্পদে ফুলে ওঠা দেশেও যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাম্যের পসরা সাজানো পুরোদস্তুর নীতিনিষ্ঠ দেশও। আমাদের সংবিধান রচয়িতাদের মূল নিশানা ছিল একটাই। তাঁরা সংবিধানের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের দিতে চেয়েছিলেন সমতা, শৃঙ্খলাবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং যথার্থ মানবিক সহনশীলতা। রাজনৈতিক হানাহানিতে সাধারণ নাগরিকদের বুক ধড়াস ধড়াস করুক, এ রকম সাংবিধানিক অধিকারের কথা সেখানে লেখা নেই।

রচিয়তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানে ছিলেন ডা. বীমরাও আম্বেদকর। তিনি নিজ দায়িত্ব অতীব সযত্নে সম্পন্ন করেন। যুগপৎ বিনয়ী এবং যুক্তিবাদী। কেল্লাফতে করবার অহমিকা তিনি কোথাও দেখাননি। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মানবিকাতা---উভয়কে প্রাণঘাতী রাজনৈতিক হলাহল থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন একটি মজবুর সংবিধানের মাধ্যমে। সংবিধান রচনার ভাবনা যখন অঙ্কুরিত হয়, ভারত তখনও কলঙ্কময় দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অতল কলঙ্ক থেকে কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করছে। তবে বাতাসে বিভাজনের বিষ সঞ্চারিত। রাজনৈতিক অন্দরহমহলগুলিতে ব্যক্তিগত কথা সমষ্টিগত উচ্চাশা ক্রমবর্ধমান। সেটা ১৯৩৯ সন। বাগ্‌বিতণ্ডা চললেও জাতীয় কংগ্রেস তখন দেশবাসীকে জানাল, 'আমাদের দেশ অচিরে স্বাধীনতা অর্জন করতে চলেছে। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। স্বাধীনত, সমুন্নত জীবনযাত্রাকে সুনিশ্চিত করতে আমরা সর্বাগ্রে সংবিধান রচনায় ব্রতী হতে চাই। কংগ্রেসের ওই ঘোষণাপত্র রচনায় যিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি রাজগোপাল আচারিয়া। সংবিধান রচনা করাতে চারপাশ থেকে নেহরু সমেত বহু নেতা ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছেন দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, কংগ্রেসি নেতারা অমন হাঁকপাঁক করছেন কেন? সংবিধান রচনা তো ঝুড়িতে আনাজপাতি তুলে নিয়ে বাজারে গিয়ে বসা নয়। ভাবনাকে সান দিয়ে সতেজ রাখতে হে। আর একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে ভারতে মুসলমানদের বহিরাগত ভাবাটা বেঠিক। সঙ্ঘবদ্ধভাবে খসড়া তৈরির সময়ে ওঁদের সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

জিন্নার উত্থানে ইংরেজরা তখন পুলকিত এতদিনে সফল হতে চলেছে, যদিও সংবিধান রচনায় কারা ব্রতী হবেন, সেটা স্থির করেছিল একতরফাভাবে জাতীয় কংগ্রেস। ইংরেজরা এই বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কারণ তাদের তখন ম্লান চিত্ত, মহাযুদ্ধের ঝকটায় ব্রিটিশের সামরিক প্রতিপত্তি অনেকটাই ফালতু, আজ হোক কাল হোক ভারতকে স্বাধীন দেশ হিসেবে মেনে নিতেই হবে। তাদের মনে একটা ঝাপসা আশঙ্কা ও সক্রিয়—যদি এখন হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পকি ঘৃণা ও বিভেদকে বপন না করা যায়, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে ভারত ক্রমে এক মস্ত শক্তিরূপে মান্যতা পেতে থাকবে। ইংরেজদের কাছে সেই সম্ভাবনা ছিল একান্তই অবাঞ্ছিত। ওই সম্ভাবনাকে নিকেশ করতেই ব্রিটিশ ভাইসরয় যুদ্ধপূর্ব কালেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন দুটো প্রশাসনিক বিভাগ গড়ে তুলতে। একটির নাম (Executive council) অন্যটির নাম (War council)। ওই বিভাগদুটির প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যা করে ভাইসরয় লিনলিথাগো যে বিবৃতি দেন, তা ইতিহাসে (August Offer) যে সাম্প্রদায়িক টোপ হিসেবেও কাজ করেছিল, এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই বললেই চলে। আদতে ইংরেজদের সেই প্রস্তাবের মধ্যেই ছিল ধর্মভিত্তিক দেশভাগের ভূত-প্রেত নর্তন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে যে 'ভাই-ভাই' সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সাহেবরা সেই অনুভবকে যেন একটা পোড়াবাড়িতে আটকে রাখে। শত চেষ্টাতেও মহাত্মা গান্ধি সংশ্লিষ্ট লোকেশনে পৌঁছেও বাড়িটাতে যে ভাঙতে পারেননি তার জন্য অবশ্যই অনেকটা দায়ী জিন্না ও নেহরুর হাত ধরাধরি। তাঁদের নীরব সম্মতিতে মান্যতা দিয়ে ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তুত করে যার ছত্রছায়ায় অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক নির্বাচন। ওই অ্যাসেম্বলিই একটি কমিটি গঠন করে সংবিধানের খসড়া তৈরি করতে। ১৬ মে, ১৯৪৬ সেই কমিটিতে যাঁরা জাঁকিয়ে বসলেন, তাঁরা প্রত্যেকেরই একই লক্ষ্য, বিশ্বাস তথা শত আহ্লাদে পরস্পরের পরিপূরক। ওই প্রতিনিধিদের উৎসমুখ এবং সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

উৎসমূহ :	প্রতিনিধিদের সংখ্যা
রাজ্য বা প্রদেশ	২৯২ জন
দেশীয় করদ রাজ্য	৯৩ জন
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল	৪ জন

তখনও অবিভক্ত ভারতের মানুষরা বিশ্বাস করছেন, যে সঠিক প্রাজ্ঞজনের রসুইঘরে ঠিক ঠিক রচিত হচ্ছে সর্বোত্তম একটি সংবিধান। কিন্তু বাস্তবে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রে জন্য জিন্নার তখন জান কবুল। আর পণ্ডিত জওরলাল নেহরু চটপট স্বাধীন, কিন্তু বিভক্ত ভারতের মসনদে গিয়ে বসে পড়তে নিতান্তই ব্যাকুল। একমাত্র গান্ধিজিরই দু'চোখ সজল—তিনি তো দেশভাগের শর্তে স্বাধীনতা চাননি। প্রয়োজনে চলুক না আরো এক যুগ ধরে লড়াই। নেহরুও জিন্নার সামনে থরে থরে সাজানো উপাচার, তাঁদের দু'জনের মাথাতেই প্রশ্নয়ের হাত শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের। তদুপরি লেডি মাউন্টাব্যাটেন আবার প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন জওহরলালের সঙ্গে। তাই আর কে পরোয়া করে ওই ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ, যষ্ঠিধারী গান্ধিকে?

তো সে যাই হোক, গান্ধিকে খানাখন্দে ফেলে রেখে তৈরি করা হল ওই অ্যাক্টের স্বভাবচরিত্র নিয়ে পরবর্তীকালে বহু আলোচনা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অধিকাংশ দেশবাসীকে যেন ঢুকিয়ে দেওয়া হল কোন বুলভুলাইয়ার এলোমেলো আবর্তে। জিন্না এবং নেহরুজির করমর্দনের ছাঁট এবং উষ্ণতাই ছিল চরিত্রে একেবারে ভিন্নগোত্রের। কয়েক কোটি ভারতবাসীকে সাংঘাতিকভাবে ফাঁসিয়ে দিয়ে অন্য বহু নেতাকে ধুলোর ধুলাক্কার করে দিয়ে নির্মিত হল দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র---ভারত ও পাকিস্তান। দুটিই অভাবী মানুষে ঠাসা দেশ। নামেই গণতন্ত্র এই কারণে যে দুই দেশের নাগরিকদের শিক্ষার হার অতীব নগন্য এবং আর্থিক অসাম্যতা ভয়াবহ। জেমস স্টুয়ার্ট মিল তো কবেই বলে গেছেন, ওই দুই রোগ যেখানে আছে, গণতন্ত্রে ভিত সেখানে অশক্ত হতে বাধ্য।

তা ভেতরের শূন্যতা যাই হোক, সংবিধান একটা তৈরি করতেই হবে। অতএব বসতেই হল আলোচনায়। প্রথম মিটিং ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। তখন ভারত বিভাজন বাস্তবায়িত হয়নি। মিটিংয়ের পর মিটিং। শেষ মিটিংটা হয় ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ স্বাধীন ভারতে সেই সংবিধান পুরোপুরি বলবৎ হল ভেতরের শূন্যতাকে যতটা সম্ভভ মুছে ফেলে ড. আম্বেদকরের মেধা, পরিশ্রম ও একাগ্রতার প্রশংসা কেবল আমার মতো সাবেকি মানুষরা নন, এই সময়ের বিদগ্ধজনেরাও করে থাকেন। সাংবিধানিক সভার সভাপতি হিসেবে আমি আরো একজনের নাম পাচ্ছি। তিনি ড. সচ্চিদানন্দ। মাত্র মাস দেড়েকের জন্য তিনি সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ওই পদে এসে বসতে পারলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যদিও সংবিধান রচনার মূল কাণ্ডারী সেই একজনই-ড. বি আর আম্বেদকর। আম্বেদকর তাঁর মুখ্য উপদেষ্টারূপে বেছে নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে—যিনি তাঁর অভিমত জানান এইভাবে---'সংবিধান হবে যেন বেলেপাথরের নির্মিত সৌধ, সময়ের প্রয়োজনে যার রূপান্তর ঘটাবার অবকাশ যেন যথেষ্ট থাকে।' কেবল ড. এইচ আর এন মুখার্জি নন, আরো অনেক প্রাজ্ঞাজনের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংবিদানের চূড়ান্ত খসড়াটি রচিত হয়। খসড়াটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা, তর্কাতর্কিও হয়। সংবিধান ও দানপত্র তো এক নয়। অভিজ্ঞতা ও অনুভব অনুসারে নাগরিকদের যতঠা সুবিধা দান, ততটাই আবার হুঁশিয়ারি। খসড়াটির ঠিকঠাক পরিমার্জিত রূপ বেরিয়ে আসে ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ এবং সংসদে পাঠ করা হল সংবিধানের সারমর্ম অর্থাৎ ওই দিনই সংসদে অধিকাংশের সমর্থনে গৃহীত হল সংবিধানের নিম্নোক্ত বিশেষ ধারাগুলি ধারা ৫ থেকে ধারা ৯, ধারা ৩০ থেকে ধারা ৩৬, ধারা ৩৬৭, ধারা ৩৭০, ধারা ৩৮৮, ধারা ৩৯১ থেকে ৩৯৯ কোনো ধারায় কিছু সুবিধা ও অধিকারকে গুঁজে দেওয়া। কোনোটাতে আবার গা ছমছম হুঁশিয়ারি। একটু একটু করে মোট ধারার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৩৯৫-এ। ৮টি সিডিউলে সাজানো। সংবিধানের মোট শব্দসংখ্যা ১ লক্ষ ৪৫ হাজার। হালকা পাতলা নয়। যথেষ্ট ওজন। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ যেন প্রভাতী কলতানে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সংবিধান। যে সমস্ত দেশের সংবিধানকে চর্চা করে আমাদের এই সংবিধান রচনা করা হয়েছিল, তারা হল---১) মার্কিঅন যুক্তরাষ্ট্র, ২) ইংল্যান্ড, ৩) ফ্রান্স, ৪) সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৫) কানাডা, ৬) আর্জেন্টিনা ও ৭) আয়ালল্যাণ্ড। খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রত্যেক রচয়িতাকে। দিনরাত এক করে চলেছে তাঁদের বিশ্লেষ। আনন্দ কিংবা বিষাদের গাঢ় ছাড়া সেখানে ছিল না। তন্নিষ্ঠ একাগ্রতায় ধীরেসুস্থে প্রত্যেকর মেধার প্রয়োগ। তৈরি হল ২২টি খণ্ডে বিধৃত বিপুল খসড়া। সময় লেগেছিল ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন। আর ব্যয় হয়েছিল সেই সময়ের মূল্যে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা---বর্তমানে মুদ্রামূল্যে তিনশত কোটি টাকার অধিক। তুলনায় ভূমিকাটির বহর হ্রস্ব। যা লেখা হয়েছিল যুগপৎ ইংরেজি ও হিন্দিতে। লেখাটা কার? তিনি প্রেমবিহারী রায়জদা। সেই যুগে ভারতে অদ্বিতীয় হস্তলিপি শিল্পী। অপূর্ব হস্তাক্ষর। অন্তর্দৃষ্টিও গভীর। নেহরু তাঁর বন্ধুস্থানীয়। পিঠ চাপড়ে বললেন, বহুত খুব। কাজটা শেষ করতে প্রেমবিহারীর সময় লেগেছিল ছয়মাস। ব্যবহার করেছেন ২৫৪টি কলম, নিব বদলাতে হয়েছে ৩০৩ বার, শেষ হয়েছে ৬ দোয়াত কালি। এ যেন গণেশের মহাভারতীয় অনুলিখন। আত্মপ্রত্যয় এবং সততার প্রতি অনুগত্য। আজও এই বিশ্বে এমনত নজির দ্বিতীয়টি নেই।

কিন্তু ওই হস্তলিখিত বিশাল সংবিধানের ওপরই এক অজ্ঞাত বিবেকীন হার্মাদের থাবা এসে পড়ে এবং আজও আমাদের সেই লজ্জা ও গ্লানি অক্ষুণ্ণ। ঘটনাটি এইপ্রকার, প্রেমবিহারী রায়জদার মুক্তাক্ষরে চরিত সংবিধানটি আরো সুন্দর ও মহার্ঘ করে তুলতে রং-তুলি নিয়ে এগিয়ে এলেন ভারতের সর্বকালের সেরা শিল্পীদের অন্যতম নন্দলাল বসু। তিনি তাঁর নিপুণতাকে উজাড় করে এঁকে দিলেন বারোখানি অনন্য ছবি। সংবিধানের মর্যাদা বাড়ল। সুশোভিত হল। ছবিগুলিতে জীবন্ত হয়েছিলেন, রামায়ণের রাম সীতা লক্ষ্মণ, মহাভারতের চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ ন্যায় ও প্রেমের প্রতীক গৌতম বুদ্ধ, সত্য ও শুদ্ধতার প্রতীক গুরু নানক, অহিংসার ধারক বাহক মহাবীর, সঙ্কটমোটন বীর হনুমান, ভারতের আত্মী আজাদ হিন্দু ফৌজের সম্মুখে দণ্ডায়মান সুভাষচন্দ্র বসু, প্রতিভার কল্পতরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতের চারটি বিখ্যাত স্থানের অতুলনীয় নিসর্গ। এক ডজন চিত্রে সমৃদ্ধ সেই সংবিদান সমকালীন মুখ্য রাজনৈতিক নেতাদের হাতে হাতেও ঘুরতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন ড. আম্বেদকর আবিষ্কার করলেন, নন্দলাল বসুর আঁকে সেই বারোখানা ছবি লোপাট। তারা আর ওই পাণ্ডুলিপিতে নেই। গেল কোথায়? কোন শয়তানের কুকীর্তি এটা? তবে আমরা তো জানি, এ দেশের অনেক নেতা নেত্রীরই মানসকিতা কী কলুষময়। অপরাধীকে খুঁজ বের করবার চেষ্টা ও তেমন হয়নি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বার শঙ্কা ছিল। তাই চটজলদি দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেওয়া হয়।

হাতে লেখা সেই সংবিদানটি আজও দ্রষ্টব্য হয়ে আছে সংসদ ভবনের 'হিলিয়াম' কক্ষে। তেড়েফুঁড়ে লেখা নয়। সারি সারি দেবাক্ষর। এবং একটি ফটোকপি রক্ষিত আছে দেবাদুনের (Survey of India) এর অফিস ঘরে। একবার দেখে আসতে পারনে, আগ্রহ যদি বিপুল হয়ে ওঠে। ড. আম্বেদকর ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক এই দুটি শব্দকেই পরিহার করেছিলেন, জওহরলাল নেহরু এবং কে টি শাহের অবিশ্রান্ত চাপ সৃষ্টি সত্ত্বেও। পরে ওই শ্বদটিকে লম্বাটে ব্যাখ্যা সমতে সংবিধানে ঢুকিয়ে দেন ইন্দিরা গান্ধি। আরোপিত জরুরি অবস্থার সময়ে। আম্বেদকরের যুক্তি ছিল, নেহরু এবং জিন্নাতো ধর্মকে ভিত্তি করেই অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং মহাত্মা গান্ধি তাতে বাধা দিতে গেলে জওহরলাল নেহরু তাঁকে অপমান করে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাস্তবের মাটি স্বপ্নের ভারত

বোরিয়া মজুমদার

জেতা হারার বাইয়েও খেলার সঙ্গে আরও অনেক কিছু জুড়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি দল জিতবে, এবং নিজেদের সবযুদ্ধ দিয়েও বিপক্ষ দলটি ভেঙ্গে যাবে---এটা শুধুই উপরিতলের বাস্তবতা। নেপথ্যে যা কাজ করে তা আমরা সচরাচর দেখতে পাই না বটে, কিন্তু সময়বিশেষ সেটাই খেলার প্রকৃত তাৎপর্য বহন করে। যেমনটা ঘটেছে ব্রিসবেন টেস্ট ম্যাচে। উপর উপর দেখলে এটি ক্রিকেটীয় ইতিহাসের সর্বকালের সেরা টেস্ট ম্যাচগুলির একটি। ভারতের জন্য একটি অভূতপূর্ব অস্ট্রেলীয় গ্রীষ্মের উপযুক্ত পরিসমাপ্তি সূচিত করল এই টেস্ট ম্যাচ। এক নতুন ভারতের বিজয়কেতন উড়তে দেখা গেল এই ম্যাচে। কিন্ত এই ম্যাচে নেপথ্যে আরও বহু কিছু ঘটে চলেছিল। এই লেখা তা-ই নথিবন্ধ করতে চায় চায় উদ্‌যাপন করতে। আমি রুজিরোজগারের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দেখেছি, তা নিয়ে চর্চা করেছি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস রীতিমতো মসৃদ্ধ। আমরা ভারতীয়রা আন্তজার্তীক ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছি। ১৯৩২ সালে। বিগত বছরগুলিতে আমরা নানা অবিশ্বাস্য মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছি। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, এইসব ঐতিহাসিক মুহূর্তের মধ্যে কোনওটাই ১৯৮৩ সালে লর্ডাসে ভারতীয়দের জয়যাত্রাকে টপকে যেতে পারে না। কিন্তু ব্রিসবেন ম্যাচের একটি মুহূর্তের ছবি ভারতীয়দের মনে চিরকাল অটুট থেকে যাবে। সেই মুহূর্তে যখন মহম্মদ সিরাজের হাতে তাঁর সতীর্থরা ভারতের পতাকা তুলে দিচ্ছে এবং গাববার ময়দানের বিজয়মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আর হাজার হাজার ভারতীয় তাদের সদ্য, আবিষ্কার নায়ক মহম্মদ সিরাজের নামে জয়ধ্বনি করছে। হায়দরাবাদের তরুণ মহম্মদ সিরাজ হারিয়েছেন তাঁর বাবাকে। তবু ফিরে আসতে পারেননি তাঁর পরিবারের কাছে। তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন কোটি কোটি সমর্থকের হাসি ফেটাতে। তাঁর কৃতী সতীর্থরা সেসময় তাঁকে সাহস জোখাচ্ছিল, ভরসা জোগাচ্ছিল, সেসময় মহম্মদ সিরাজ মুসলমান বা হিন্দু নন। তখন তিনি একজন ভারতীয়। আমাদের স্বপ্নের সেই ভারত যেন তখন নেমে এসেছে বাস্তবের মাটিতে। এ ভারত সেই বিষাক্ত ভারত নয়, যা সর্বভারতীয় টেলিভিশনের প্রতিদিন নিজেকে জাহির করে। এ ভারত সেই বিভেদকামী ভাবরত নয়, যা রাজনীতিকদের হাতের ক্রীড়নক। এ ভারত সেই ভারত নয়, যেখানে সমৃদ্ধি ও দন্য, কৌলীন্য, এবং অনগ্রসরতার মধ্যে এক গভীর বৈষম্যের রেখা টানা। এই ভারত আশাবাদের এই ভারত স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা দেখায়।

মহম্মদ সিরাজ ততটা বাকপটু নন। বাকপটু হওয়ার প্রয়োজনও নেই। তিনি এখন যেরকম এবং তিনি যেমনটা থাকবেন---তার মধ্যেই আমাদের দেশের আত্মা লুকিয়ে। সেই আত্মার মুল মন্ত্র, সম্মান এবং একাগ্রতার সঙ্গে কঠোর এবং কঠোরতর পরিশ্রম করে যাওয়া, যে প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। কয়েকটা তথ্য দেওয়া যাক। নভেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ায় ১৪ দিনের কড়া কোয়ারেন্টিন চলাকালীন সিরাজ তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন। অর্থাৎ এমন এক সময়ে ওঁর পিতৃবিয়োগ, যখন তাঁর কোনও সতীর্থ তার ঘরে গিয়ে কাঁধ পেতে দিতে পারেননি তাঁদের বন্ধুকে। সেই সময় প্রতিটি ঘরের বাইরে পুলিশ মোতায়েন ছিল যাতে ক্রিকেটাররা নিয়ম ভাঙার চেষ্টা না করেন। খেলোয়াড়দের প্রায় কয়েদির মতো করে বন্দি করে রাখা হয়েছিল—মেন তাঁরা অস্ট্রেলিয়ায় কোভিড আমদামি করবেন। ফলে তাঁর সতীর্থরা সারদিনব্যাপী তাঁর সঙ্গে ভিডিও কলে ব্যস্ত ছিলেন। লক্ষ রাখছিলেন, যাতে তিনি কোনওরকম বেপরোয়া কাণ্ড না ঘটিয়ে ফেলেন, নিজের ক্ষতি না করে ফেলেন। একমাত্র চিকিৎসকের অনুমতি ছিল সে-ঘরে যাওয়ার তাঁর চিকিৎসা করার জন্য। আর নীতিন প্যাটের জানলায় এসে কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে এই শোকসন্তপ্ত তরুণকে সান্ত্বনা দিতেন। সিরাজ বারবার ভেঙে পড়েছেন, যা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তিন কখনওই হাল ছেড়ে দেননি। দৃঢ়চিত্ত হয়ে ছিলেন তিনি, সংকল্পে অটল ছিলেন। তার বাবার ইচ্ছা ছিল যে তিনি ভরতের জন্য সেরাটুকু দেবেন। সেই ইচ্ছাপূরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউডে বক্সিং ডে টেস্টের মহান দিনে সেই সুযোগ যখন তিনি পেলেন, তিনি তা হারাতে চাননি। বস্তুত, তিনি আমাকে বলেছেন, ব্যর্থ হওয়ার জন্য তিনি নিজেকে দুষছিলেন এবং আপ্রকাশের দিনে আরও লড়ে যাওয়ার জন্য নিজেক উদ্বুদ্ধ করছিলেন। আমি নিজেক বলছিলাম, আমি সাদা বলের খেলায় এমন কিছুই করে উঠতে পারিনি। এবং একই ব্যাটমস্যানরা হেড এবং মার্নাস লাবুশেন, এঁদের বিরুদ্ধে বল করে আমি সাফল্য পেয়েছি ইন্ডিয়া এ-তে খেলার সময়। ফলে এখন আমি কেন তা করে উঠতে পারব না। আমাকে পারতেই হবে। ফিরে তাকানোর কোনও সুযোগ নেই। বলছিলেন সিরাজ। সিরাজ আর ফিরে তকাননী। ১৩টি উইকেট নিয়ে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ ইউকেট গ্রহীতা তাঁর সতীর্থরা যে টিমের বিজায়াযাত্রায় তাঁর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিলেন---তা যথোপযুক্ত। তিনি ক্রিকেটারের ঊর্ধ্বেও আরও কিছু তিনি এক তরুণ যিনি এই শেষ দু'মাসে পরিণত হয়ে উঠেছেন। তিনি আপাতত তাঁর পরিবারের কর্তা, বাবার অবর্তমানে তাঁর উপরেই সব দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। কোভিড যে লাখ লাখ মানুষকে ধ্বস্ত করে দিয়েছে--- তাদের হয়ে লড়ে যাওয়ার দায়িত্বও তাঁর উপর। তিনি সে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন, বিজয়ী হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। যাবতীয় ভাল ঘটে ভাল মানুষের সঙ্গেই। আর ভাল মানুষরা শেষে ঠিক জিতে যান। সিরাজ তার প্রমাণ। এই দল তার প্রমাণ। এই পশল থেকে জীবনবোধের এই পাঠ আমরা পেলাম। আর হ্যাঁ আমরা সিরাজকে তাঁর ধর্ম দিয়ে বিচার করব না। যখন তিনি জাতীয় পতাকা কাঁধে বিজয়ীর দর্পে হাঁটছিলেন আমরা কতজন ভেবেছিলাম, তিনি হিন্দু না মুসলমান? যখন তিনি জাতীয় সংগীত শুনতে শুতে কেঁদে ফেলেছিলেন, আমরা কতজন ভেবেছিলাম, তিনি মুসলমান কি না? আমরা কতজন আদৌ চিন্তিত ছিলাম তাঁর ধর্মসৃ, জাতপাত বা পরিচিতির অন্যান্য চিহ্ন নিয়ে? যেমন আমরা কথা আমি বলতে পারি। আমার কাছে এটুকুই জরুরি ছিল, মহম্মদ সিরাজ ভারতীয় দলের আক্রমণের কাণ্ডারি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ডাঃ মানিক দাস। ছবি- নিজস্ব।

১৪৭টি জেলায় বিগত ৭ দিনে নতুন করোনা-আক্রান্ত নেই : হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকাকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতে। এরইমধ্যে আরও একটি স্বস্তির খবর হল, দেশের ১৪৭টি জেলায় বিগত ৭ দিন কোনও নতুন আক্রান্তের খবর নেই। তার মধ্যেও আবার ১৮টি জেলায় গত ১৪ দিন কেউ নতুন করে সংক্রমিত হননি। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধন। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতে এখনও পর্যন্ত ১৫৩ জনের শরীরে ব্রিটেন প্রজাতির করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতে মোট কোভিড-১৯ আক্রান্তদের মধ্যে ৭০ শতাংশ শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র ও কেরলে। এযাবৎ দেশে ১৫৩ জনের শরীরে ব্রিটেন প্রজাতির করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। স্বস্তি দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের ১৪৭টি জেলায় বিগত ৭ দিন কোনও নতুন আক্রান্তের খবর নেই। তার মধ্যে আবার ১৮টি জেলায় গত ১৪ দিন কেউ নতুন করে সংক্রমিত হননি, ৬টি জেলায় বিগত বিগত ২১ দিনে নতুন করে কেউ সংক্রমিত হননি এবং বিগত ২৮ দিনের মধ্যে ২১টি জেলায় নতুন করে কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি।

সৌরভের শারীরিক অবস্থা আশাপ্রদ, রাতে ঠিকমত ঘুম হয়েছে

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): উডল্যান্ডস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার ২০ দিনের মধ্যেই ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁর অ্যাঞ্জিওগ্রাম করার কথা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। সূত্রের খবর, সৌরভের অবস্থা আশাপ্রদ। রাতে ঠিকমত ঘুম হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁর অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হবে। আগেরবার হার্টে তিনটি ধমনীতে ব্লকেজ ধরা পড়েছিল। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ ব্লকেজ থাকায় একটি ধমনীতে ড্রাগ ইলিউটিং স্টেন্ট বসানো হয়। বাকি দু''টি ধমনীতেও কি একই ধরনের স্টেন্ট বসানো হবে? অ্যাঞ্জিওগ্রামের পর সেব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা।

বুধবারই গ্রিন করিডোরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাপোলোয়। বুকে ব্যথা, স্টেন্ট বসানোর তিন সপ্তাহের মধ্যে হাসপাতালে যেতে হয় সৌরভকে। এদিন ফের আসছেন দেবী শেঠি। পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে অ্যাপোলোয়। বুধবার অসুস্থ সৌরভকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন ডোনা, সানা, স্নেহাশিস। ডোনাকে ফোন করে সৌরভের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। খোঁজ নেন জয় শাহও। দেখতে গিয়েছিলেন দমকলমন্ত্রী।

দৈনিক মৃত্যু কমে ১২৩, ভারতে মোট করোনা-মুক্ত ১,০৩,৭৩,৬০৬

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বুধবার সারা দিনে ভারতে মাত্র ১১, ৬৬৬ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১২৩ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৩,৭৩, ৬০৬ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১,৬৬৬ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৭,০১,১৯৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৩০১ জন। ১২৩ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৩,৮৪৭ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৩,৭৩,৬০৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৪০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,৭৫৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৭৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপছে বঙ্গ শীতের দৌড় চলবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): শীতের আমেজ বজায় রয়েছে রাজ্যজুড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় হালকা কুয়াশা ছিল। পরে পরিষ্কার হয় আকাশ। আগামী ২৪ ঘণ্টাতেই উত্তুরে হাওয়া বজায় থাকবে। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত থাকছে শীত। আবহাওয়া দফতরের অনুমান, আগামী দু'দিন সকালের দিকে ঘন কুয়াশা থাকবে উত্তরবঙ্গে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দক্ষিণবঙ্গেও।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমবে। ২৯ জানুয়ারি, শুক্রবার মেঘলা আকাশ থাকবে। সামান্য সম্ভাবনা হলেও দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমের মত জেলাগুলিতে। ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও ফের উত্তরের শীতল হাওয়া এসে তাপমাত্রা কমাবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে যা ২ ডিগ্রি কম। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৪৪ থেকে ৯৪ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়নি।

ভারতের প্রতিটি সাফল্য বিশ্বকে সফল করতে সাহায্য করবে, দাভোস সামিটে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের দাভোস সামিটে ভারতের 'জীবনদায়ী' ভূমিকার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রতিটি সাফল্য বিশ্বকে সফল করতে সাহায্য করবে। বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিয়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে এ দেশ। একইসঙ্গে তুলে ধরলেন দেশে টিকাকরণের সাফল্যও।

বৃহস্পতিবার ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের দাভোস সামিটের ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গত বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনেকে বলেছিল ৭০-৮০ কোটি মানুষের করোনা হবে, ২০ লাখ মানুষ মারা যাবেন। কিন্তু ভারত দমে না গিয়ে কোভিডের মোকাবিলা করে। তিনি বলেন, এদিন তিনি এসেছেন ১৩০ কোটি ভারতবাসীর তরফ থেকে বিশ্বাস, আশা ও ইতিবাচক বার্তা নিয়ে। বলেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে জন আন্দোলনে পরিণত করে সফলতা এসেছে। করোনার জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, গত ১২ দিনে ভারতে ২ লক্ষ ৩০ হাজার জনের টিকাকরণ হয়েছে।আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দেশের ৩০ কোটি বয়স্ক মানুষেরও টিকাকরণও সেরে ফেলা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

এদিন দাভোস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে দুটি স্বদেশি ভ্যাকসিন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি করোনা টিকা এ দেশে ছাড়পত্র পাবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই দেশের আত্মনির্ভর হওয়ার কথা তুলে ধরেছেন নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, "করোনাকালে একাধিক বিপত্তিকে জয় করেছে ভারত। আত্মনির্ভর অভিযানের মাধ্যমে অর্থনৈতির সংস্কারের পথে হেঁটেছে দেশ।" এ দেশের সংস্কার অনেকের কাছেই উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তাঁর কথায়, "মহামারী আবহে বিশ্বের বহু মানুষের প্রাণদান করেছে ভারত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে করোনার ভ্যাকসিন।১৫০ দেশকে সাহায্য করেছে ভারত। তৈরি করা হয়েছে টিকাকরণের পরিকাঠামো।"এই সমস্ত সাফল্যের কথা এদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন আধার, ইউপিআই ও তথ্য গোপনীয়তা আইন নিয়েও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। পরিকাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকার ও শিল্পমহলকে একযোগে কাজ করতে হবে বলে জানান মোদী। তিনি বলেন যে বিভিন্ন আইনকে বদল করা হচ্ছে যাতে অযথা হেনস্থা না হয় ব্যবসায়ীদের। ক্রমশ ভারত আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে বলে তিনি জানান।

মুম্বাইয়ে ৯৫ শতাংশ লোকাল ট্রেন চালানোর অনুমতি রেলের

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : মুম্বাইয়ে ৯৫ শতাংশ লোকাল ট্রেন চালানোর অনুমতি দিল রেল। শুক্রবার থেকে বেশি সংখ্যক ট্রেন চালু হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধা হবে নিত্যযাত্রীদের।

কেন্দ্রীয় রেলের প্রধান মুখপাত্র শিবাজি সুতার জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে রেলের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে ৯৫ শতাংশ লোকাল ট্রেন চালানো হবে। যার ফলে মুম্বাইয়ের বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধা হবে।

করোনার মহামারীর কারণে লকডাউন শুরু থেকেই মুম্বাইয়ের লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছিল। এর পরে আংশিক লোকাল সার্ভিস শুরু হয়েছিল। স্থানীয় ট্রেনগুলিতে কেবল জরুরি পরিষেবা সম্পর্কিত কর্মচারীদের যাতায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সমস্ত নাগরিকের জন্য লোকাল ট্রেন শুরু করার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, শুক্রবার থেকে ৯৫ শতাংশ লোকাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল।

টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ছামনু বাজারে র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ছামনু বাজারে গত ২৩ জানুয়ারি এক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা থেকে যক্ষা রোগকে পরাস্ত করতে এই র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালি থেকে যক্ষা রোগ প্রতিরোধ ও দূরীকরণের লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়। র‍্যালীতে ছামনু সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী এবং আশা ফেসিলিটেটররা অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

দিল্লি ঢাকা কুয়াশার চাদরেই, বিঘ্নিত ট্রেন চলাচল

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): কুয়াশা থেকে নিস্তার নেই দিল্লিবাসীর। একইসঙ্গে কাঁবু করে দেওয়া ঠাণ্ডায় কাঁপছে রাজধানী। দিল্লির পাশাপাশি ঠাণ্ডা ও কুয়াশার দাপটে বিপর্যস্ত হচ্ছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনজীবন। কুয়াশার কারণে সকাল শুরু হচ্ছে আটটার পর থেকেই। দৃশ্যমানতার অভাবে ব্যাহত হচ্ছে যানবাহন চলাচল। বৃহস্পতিবারও দৃশ্যমানতার অভাবে দেরিতে চলাচল করেছে ১৭টি ট্রেন। উত্তর রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, ২৮ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) দৃশ্যমানতার অভাবে দেরিতে চলাচল করেছে ১৭টি ট্রেন।

মাত্রাতিরিক্ত কুয়াশার কারণে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে স্পষ্টভাবে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লির পঞ্জাবি বাগ, দিল্লি সংলগ্ন গাজীপুর, ইন্ডিয়া গেট প্রভৃতি এলাকা।

পশ্চিম জেলার কৃষকদের মধ্যে ২০২টি পাওয়ারটিলার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। কৃষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে চলতি অর্থবর্ষে পশ্চিম জেলার কৃষকদের মধ্যে ভর্তকীতে ২০২টি পাওয়ারটিলার ও ৩৮টি পাম্পসেটে বিতরণ করা হয়েছে। এরমধ্যে জিরানীয়া ব্লকের ক'ষকদের মধ্যে ৫৬টি পাওয়ারটিলার ও ১৪টি পাম্পসেটে, মান্দাই ব্লকে ২৯টি পাওয়ারটিলার, হেজামারা ব্লকে ৪৫টি পাওয়ারটিলার এবং ১৫টি পাম্পসেটে, মোহনপুর ব্লকের ৫০টি পাওয়ারটিলার ও ডুকলি ব্লকের ক'ষকদের মধ্যে ২২টি পাওয়ারটিলার এবং ৯টি পাম্পসেটে বিতরণ করা হয়েছে। পশ্চিমজেলা ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পানিসাগরে ফিট ইণ্ডিয়া কর্মসূচিতে র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং ফিট ইণ্ডিয়া ক্যাম্পেইন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সম্পতি পানিসাগরে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও যোগা প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়। ঐদিন সকালে পানিসাগরের মহকুমা শাসক এল ডার্লং-এর নেত'ত্বে আয়োজিত এই র‍্যালী পানিসাগর মোটরস্ট্যাণ্ড থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পানিসাগর প'ায়েত সমিতি কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালীতে পানিসাগর নগর প'ায়েত এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্ক'তিক সংস্থার সদস্য সদস্যাগণ এবং এলাকার বিভিন্ন অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী শেষে পানিসাগর গুরুকুল ইস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা যোগা প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর প'ায়েতের ডেপুটি এ্যিকিউটিভ অফিসার প্রদীপ দেববর্মা, ডি সি এম সাগর দেববর্মা, ডি সি এম নুরুলজ্জমান ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পানিসাগর নগর প'ায়েতের এ্যিকিউটিভ অফিসার এস ডার্লং।

দামছড়া ব্লকে কনভারজেন্স সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। দামছড়া ব্লকে কোভিড টিকাকরণ, উইফস, টিকাকরণের উপর ২৭ জানুয়ারি এক কনভারজেন্স সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও তরান্বিত করা ও সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সহযোগিতা করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাজ্যের মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি গ্রহণ করে সেদিকেও নজর দেওয়ার বিষয়েও সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দামছড়ার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আই সি ডি এসের ডেপুটি ডাইরেক্টর, দামছড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমওআইসি প্রমুখ। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৬ জানুয়ারি এক স্বচ্ছভারত অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে এক র‍্যালী পানিসাগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বের হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। স্বচ্ছভারত অভিযান কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এমওআইসি ডা: রাহুল পুরকায়স্থের নেত'ত্বে এদিন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সাফাই অভিযান সংগঠিত হয়। সাফাই অভিযানে অংশ নেন আশা ফেসিলিটেটর, আশা কর্মী সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিজেপি সরকারের আমলে অসমে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৯৬ লক্ষ জনতা, পাথারকান্দিতে বলেছেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিজেপি সরকারের আমলে অসমের দু-কোটি ভোটারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বলে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৯৬ লক্ষ জনতা। বৃহস্পতিবার পাথারকান্দির হরিবাসরে আয়োজিত দলের পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবি করেছেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। এই সভায় প্রদেশ সভাপতি যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পাথারকান্দিতে এবারও দলীয় টিকিট বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালই পাচ্ছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন গেছেন।

প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠাপ্রমুখের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বিজেপির প্রদেশ সভাপতি আরও বলেন, বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকায় কোথাও কোনও দাঙ্গা হয়নি। সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। সমগ্র দেশের সাথে তাল মিলিয়ে পাথারকান্দিতেও উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বিগত দিনে কংগ্রেস সরকার সুরতো কম্বল বণ্টন করে জনগণের সাথে কেবল ভাওতাবাজিই করেছে। আর গত ২০১৬-র নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নানা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা জনতার ঘরে ঘরে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে রাজ্যছ সরকার। ফলে কাজের নিরিখে ফের একবার বিজেপিকে রাজ্যে সরকার গড়তে উপস্থিত পৃষ্ঠাপ্রমুখদের আজ থেকেই ঘরে ঘরে নির্বাচনি প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরার আবেদন জানান রঞ্জিত দাস।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যে সাত লক্ষ পিএমএওয়াই, ২২ লক্ষ অরুণোদয়, ১৬ লক্ষ পেনশন, দু লক্ষ আয়ুষ্মান, ৩৮ লক্ষ উজ্জ্বলা যোজনা, ১২ লক্ষ ছাত্রীকে বিনামূল্যে ভরতি করে দেওয়া হয়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। রাজ্যের জনগণ পাশে থাকায় এত দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করতে ফের বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিয়ে দিশপুর পাঠানোর আহ্বান জানান রঞ্জিত দাস।

দলের প্রদেশ সভাপতির দাবি, আসন্ন বিধানসভার ভোটে রাজ্যের প্রায় ১০০টি আসনে ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যধানে জয়ী হবেন বিজেপি প্রার্থীরা। বিজেপির সুশাসনের ফলে রাজ্যের সিংহভাগ স্বশাসিত পরিষদ বিজেপির দখলে এসেছে। তিনি বলেন, পাথারকান্দিতে বর্তমান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর বিকল্প কোনও প্রার্থীর নাম এখন পর্যন্ত আসেনি। তাই ফের একবার এই আসনে বর্তমান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের টিকিট প্রায় পাকা বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি।

পাথারকান্দি বিজেপির মণ্ডল প্রভারী কৃষ্ণ দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে শুরুতে ভারতমাতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত মধুসূদন তিওয়ারির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে অতিথি বরণ করেন দলীয় কার্যকর্তারা। এর পর সভার কাজ শুরু হয়। সম্মেলনে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিজেপি কার্যকর্তা। সভায় মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, আপনাদের আর্শীর্বাদে ধন্য হয়ে বিগত কয় বছর ধরে যতটুকু সম্ভব হয়েছে এলাকার উন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছি। রাস্তাঘাট, বিদ্যু ৎ, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্যেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। রাজ্যের ১১৯টি হাইস্কুলের মধ্যে বরাক উপত্যকায় আটটি, এগুলোর মধ্যে পাথারকান্দিতে তিনটি নতুন হাইস্কুল স্থাপন, আদর্শ বিদ্যা লয়, পাথারকান্দি ও চাঁদখিরা কলেজো বিজ্ঞান বিষয় এনে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একটি ফুড পার্ক ও একটি কোল্ড চেইন স্টোরেজ স্থাপনের কাজ চলছে। এতে লাভান্বিত হবেন এলাকার বেকাররা। ফলে আগামীতে কাজের জন্যন কাউকে আর বাইরে যেতে হবে না। এটাই হচ্ছে বিজেপি সরকারের পরিবর্তনের নমুনা।

সভায় দলের প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা বলেন, বলিষ্ঠ মুখ্যামন্ত্রীর দৌলতে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে ফের আপনাদের বিজেপির হয়ে কাজ করে দলকে বিজয়ী করাতে হবে। এ ব্যা পারে তিনি প্রত্যেক পৃষ্ঠাপ্রমুখদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের আহ্বান জানান। সভার অন্যি বক্তা তথা এআইডিসি চেয়ারম্যাজন মিশনরঞ্জন দাস বলেন, জেলায় মোট চারটি মেগা ফুড পার্ক সহ কোল্ড চেইন স্টোরেজের জন্য জমি বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সবুজ সংকেত পেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। সভায় সাংসদ কৃপানাথ মালা বলেন, দিনের পর দিন বিজেপির গ্রহণযোগ্য তা বেড়ে চলছে। ফলে উন্নয়নের জোয়ার বইছে সমগ্র রাজ্যে। এই ধারা অক্ষণ্ণ রাখতে তিনি পৃষ্ঠাপ্রমুখদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ইত্যাদির প্রচার করার অনুরোধ জানান। সভায় শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় পৃষ্ঠাপ্রমুখদের ঘরে বসে না থেকে বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যা সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আজকের পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মলনে বক্তব্যর পেশ করেছেন বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্যপভূষণ দে, বিজেপির হৃষিকেশ নন্দি, মণিরাজ কুর্মি, প্রমথেশ দে সহ অন্যবরা। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, মুন স্বর্ণকার, শান্তিলাল সিনহা, মাণিক্যব সিনহা, অন্তু বাল্মিকদাস, সোহেলি দে, পিঙ্কু বর্ধন, অনিল তিওয়ারি, রেণুকা সিনহা, বিক্রমজিৎ কৈরি, দীপঙ্কর দে, পান্না গোপ, তুষার ভট্টাচার্য, লীনা হালাম, মিলনকুমার দাস প্রমুখ বহুজন। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন মণ্ডল প্রভারী জয়শংকর চক্রবর্তী। এদিকে বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেস দল ত্যা গ করে বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যা ন্যরদের নিয়ে নাম লিখিয়েছেন আব্দুল মান্নান, সুদীপ গোয়ালা, ভরত যাদবরা। প্রায় শতাধিক কংগ্রেস কর্মীকে দলীয় টুপি ও উত্তরীয় পরিয়ে দলে বরণ করেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আজকের পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলন শেষ হয়েছে।

দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে প্রথম পুরস্কার পেল উত্তরপ্রদেশের রাম মন্দিরের ট্যাবলো

নয়াদিল্লি ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে সুসজ্জিত ট্যাবলোগুলির মধ্যে প্রথম পুরস্কার পেল উত্তরপ্রদেশের রাম মন্দিরের ট্যাবলো। এ জন্য, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের তথ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্মান জানায়। উত্তরপ্রদেশের তথ্য বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব নবনিত সেহগাল এবং তথ্য পরিচালক শিশির আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর হাত থেকে সম্মানপত্র গ্রহণ করেন।

২০২১ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অযোধ্যার রাম মন্দিরের ট্যাবলো নজর কেড়েছিল সবার। সেই ট্যাবলোটিই কেড়েনিল প্রথম পুরস্কারের খেতাব। রাজপথে রাম মন্দিরের ট্যাবলো প্রবেশ করতেই মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানান। দর্শকাসন থেকে শোনা যায় জয় শ্রী রাম ধ্বনি। শুরু হয় হাততালি। ট্যাবলোর একপাশে অযোধ্যার দীপ উৎসবের বর্ণনা করা ছিল। এছাড়া ভগবান রামের নিশাদরাজকে আলিঙ্গন, অহল্যাকে রক্ষা, হনুমানের সঞ্জীবনীকে নিয়ে আসা, জটায়ু-রামের গল্প ইত্যাদি অনেক কিছুই চিত্রায়িত হয় ট্যাবলোয়।

মূল ট্যাবলোর সম্মুখভাগে ছিল মহর্ষি বাল্মীকির একটি মডেল। তার পিছনে ছিল রাম মন্দিরের রেপ্লিকা। উত্তরপ্রদেশ সরকারের এক অফিসার জানিয়ে ছিলেন, অযোধ্যা পবিত্র জায়গা। আর রাম মন্দির অন্যতম আবেগপ্রবণ ইস্যু। আমাদের ট্যাবলো শহরের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে। এই ঐতিহ্যকেই গোটা দেশের মানুষ শ্রদ্ধা করে। এই ট্যাবলোতে ছিল শিল্পীদের একটি গ্রুপও। তাঁদের মধ্যে ২ জন মহিলা নর্তকী ছিলেন। এছাড়া একজনকে রামের মতো সাজানো হয়। তিনিও ট্যাবলোয় ছিলেন। দেশের ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ট্যাবলো অংশ নেয় প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে অযোধ্যায়। বর্তমানে এই রাম মন্দির উত্তরপ্রদেশের গর্ব। আর সেই কারণেই প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলোতে ছিল রাম মন্দিরের রেপ্লিকা। এছাড়া রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনাও তুলে ধরা হয়। দীপোৎসব সহ বিভিন্ন ঘটনাও তুলে ধরা হয় ট্যাবলোর মাধ্যমে।

অসমের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি মহিলা সহ ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে করিমগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে স্বদেশে প্রত্যর্পণ ভারতের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অবৈধভাবে এ দেশে প্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন জেলে আটক সাজাপ্রাপ্ত ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আজ তাঁদের স্বদেশে প্রত্যর্পণ করেছে ভারত সরকার।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে তাঁদের প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এঁদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা এবং ১৪ জন পুরুষ ছিলেন। সুতারকান্দি সীমান্ত শুল্কবন্দর দিয়ে বিএসএফ ও রাজ্যের সীমান্ত শাখার পুলিশ আধিকারিকরা অবৈধভাবে এ দেশে অবৈধভাবে প্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের বর্ডার গার্ডস অব বাংলাদেশ সংক্ষেপে বিজিপি-র হাতে তুলে দিয়েছেন।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা। নগাঁও, চড়াইদেও, ধেমাজি, কোকরাঝাড়, শোণিতপুর, নলবাড়ি, শিলচর, করিমগঞ্জ সহ বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ তাঁদের আটক করেছিল। পরবর্তীতে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই ১৯ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের। এঁদের সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জের সুতারকান্দি শুল্কবন্দর দিয়ে নিজেদের স্বভূমি বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে।

নতুন বাড়ি কিনতে চাইছেন ঋষভ পন্ত

চেন্নাই, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন বাড়ি কিনতে চাইছেন ভারতীয় দলের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্ত। তবে কোথায় কিনবেন, সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই ফ্যানেদের কাছে পরামর্শ চাইলেন পন্ত। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের একান্তবাস থেকে এমনটাই টুইট করে এমনটাই জানান পন্ত।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে মাঠে নামার আগে চেন্নাইয়ের টিম হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। বৃহস্পতিবার হোটেলে কোয়ারেন্টাইন থেকেই পন্ত টুইট করেন, 'অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পরেই বাড়ির লোক আমার পিছনে পড়ে গিয়েছে। নতুন বাড়ি কেনার জন্য জোর দিচ্ছে। গুরগাঁওতেই কিনব, নাকি অন্য কোথাও? কোনও পরামর্শ থাকলে দিন।'

টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের এই পোস্টের পরই নিজেদের মতামত জানাতে শুরু করেছেন ফ্যানেরা। কেউ লিখেছেন, 'হায়দরাবাদে চলে এসো। এখানকার বিরিয়ানি খেয়ে মন ভরে যাবে।' কেউ লিখেছেন, 'ফিরোজ শা কোটলার পাশে নিয়ে নাও। আইপিএলে খেলতে সুবিধা হবে।' কেউ আবার লিখেছেন 'মুম্বইয়ে চলে যাও। অধিনায়কের কাছাকাছি থাকতে পারবে।' আবার অনেকে পন্তকে নিয়ে মজাও করেছেন। কয়েকজন আবার লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় আধার কার্ড ও নাগরিকত্ব পেলে সিডনিতে কিনতে পার।' গত বৃহস্পতিবারই অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে দেশে ফিরেছে ভারতীয় দল। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের নায়ক পন্ত। গাব্বায় ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ভারতকে ইতিহাসে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

‘ডুব’ নেটফ্লিক্সে, যা বললেন ফারুকী

দেশে গত কয়েক বছরের আলোচিত ছবিগুলোর একটি ‘ডুব’। মুক্তির প্রায় সাড়ে তিন বছর পরও নতুন করে আলোচনায় ছবিটি। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে এটি। বলিউডের প্রয়াত অভিনেতা ইরফান খান ও বাংলাদেশের নুসরাত ইমরোজ তিশা অভিনীত বাংলা সিনেমা ‘ডুব’ আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দেখা যাবে নেটফ্লিক্সে। নেটফ্লিক্সের অনুষ্ঠান সূচিতে ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে ছবিটির ট্রেলার।

‘ডুব’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এর আগেও নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে এই পরিচালকের ‘টেলিভিশন’ আর ‘পিঁপড়াবিদ্যা’ ছবি দুটো। আবারও এই প্ল্যাটফর্মে তাঁর পরিচালিত ছবি মুক্তি পাওয়ার অনুভূতি জানিয়ে এই পরিচালক বলেন, ‘নিজের বানানো সিনেমাগুলোর মধ্যে “ডুব” আমার প্রিয় একটা কাজ। নানা কারণে ছবিটা মুক্তির সময় এটা আর কেবল ছবি হিসেবে থাকেনি। এটা মোটামুটি একটা রাজনীতির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাতে হয়তো আমাদেরও কিছু দায় ছিল।’

এই পরিচালক আরও যোগ করলেন, ‘যা—ই হোক, ছবিটা নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাচ্ছে ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে। আশা করি, আমরা সবাই এখন শান্ত আর নির্মোহভাবে ছবিটা দেখার একটা সুযোগ পাব। বেশ কয়েক বছর ধরেই নেটফ্লিক্সে আমাদের দেশের ফিল্মমেকারদের বানানো ছবি যাচ্ছে। আমার “টেলিভিশন” আর “পিঁপড়াবিদ্যা”ও একসময় নেটফ্লিক্সে ছিল। তারপর “কমলা রকেট” এবং “ইতি, তোমারই ঢাকা” গেছে। আমরা সবাই সেই ছবিগুলো দেখলে নেটফ্লিক্সের কাছে একটা বার্তা যায়। নেটফ্লিক্স জানতে পারে যে, বাংলাদেশের বাজারে লোকাল কনটেন্টের চাহিদা আছে, যা তাদের আরও বেশি লোকাল কনটেন্ট কিনতে আর বানাতে উৎসাহ দেবে।’

২০১৭ সালের অক্টোবরে ভারত ও বাংলাদেশের মোট ৭৩টি হলে মুক্তি পায় মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘ডুব’। নানা কারণে আলোচিত ছবিটি মুক্তির আগে সেন্সর বোর্ডে আটকে যায়। পরে কিছু দৃশ্য কর্তন সাপেক্ষে অনুমোদন পায়।

‘ডুব’ সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০১৭ সালের ২৭ অক্টোবর। সিনেমাটি ৯১তম অস্কারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের জাজ মাল্টিমিডিয়া ও ভারতের কলকাতার এসকে মুভিজ প্রযোজিত সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ইরফান খান। সিনেমার সহপ্রযোজকও ছিলেন তিনি। এতে আরও অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী, পার্ণো মিত্রসহ অনেকে।

স্ত্রীর ভিডিও ফাঁসের হুমকি, নায়িকা তমার স্বামীর আইডি হ্যাক

ঢালিউডের অভিনয়শিল্পী স্ত্রী তমা মির্জার বিরুদ্ধে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগ তুলেছেন স্বামী হিশাম চিশতী। প্রমাণ হিসেবে তাঁর অন্তরঙ্গ ভিডিও ফেসবুকে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সময় বিকেলে ফেসবুকে এ-সংক্রান্ত স্ট্যাটাস দিলে রাত সোয়া ৯টায় দেখা যায় হিশামের ফেসবুক আইডিটি নেই। অন্যদিকে চরিত্র নিয়ে অভিযোগ তোলায় স্বামীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন তমা মির্জা।

হিশাম চিশতী কানাডা থেকে ফেসবুকে ইংরেজিতে একটি স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘ভাইয়েরা, আমি শিগগিরই লাইভে আসছি। আমি প্রমাণ করে দেব, তমা মির্জা কীভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে কতজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, তার হিসাব নেই। আমি সব ভিডিও ফাঁস করে দেব। ১৬ বছরের নিচে অপ্রাপ্তবয়স্করা এই লাইভ দেখবে না। এতে সে মরল কি মরল না, তাতে আমার আর কিছু আসে যায় না। অবশ্য তার শয্যাসঙ্গীরা ও লোভী মা তাকে মরতে দেবে কি না, সন্দেহ আছে। আমি যা করতে যাচ্ছি, এটা তার প্রাপ্য। লাইভেই প্রমাণ পাবেন যে সে কত ভালো একজন পর্নো তারকা।’ এই স্ট্যাটাস দেওয়ার পাঁচ ঘণ্টার ভেতর হিশাম চিশতীর আইডি ডি-অ্যাকটিভ হয়ে যায় বলে জানান তিনি।

আমার সে রকম কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই

সম্প্রতি ‘ব্ল্যাক লাইট’ ছবির কাজ শেষ করেছেন মডেল ও অভিনেত্রী আইরিন সুলতানা। জানুয়ারি মাসজুড়ে দুটি ছবির শিডিউল থাকলেও বিশেষ কারণে শুটিং হয়নি। এই ফাঁকে অংশগ্রহণ করেছেন মডেলিংয়ে। তাঁর অভিনীত ‘গন্তব্য’ নামের একটি ছবি মুক্তির অপেক্ষায়। আগামী মাস থেকে একটি ওয়েব সিরিজের কাজে ব্যস্ত হবেন তিনি। কাজ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বললেন এই অভিনেত্রী।

ব্যস্ততা কী নিয়ে?

গত বছরের শেষ দিকে ‘ব্ল্যাক লাইট’ ছবিতে অভিনয় করেছি। দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। কক্সবাজারে শুটিং করেছি। জানুয়ারি মাসে দুটি ছবির শিডিউল রাখা ছিল। কিন্তু শুটিং হয়নি। তাই এ মাসে মডেলিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আগামী মাস থেকে ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখন থেকে নিয়মিত কাজ করব।

শুটিংয়ের শিডিউল নেওয়ার পরও ছবি থেকে বাদ পড়ার ঘটনা ঘটেছে আপনার সঙ্গে...

হ্যাঁ, এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। যেকোনো শিল্পীকে এভাবে ছোট করা ঠিক না। কারণ, একজন শিল্পী যখন শুটিংয়ের জন্য শিডিউল দেন, তখন তিনি ছবির চরিত্রের জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। পেশাদারি জায়গা থেকে কাউকে ঝুলিয়ে না রাখা উচিত না।

কাউকে অভিনয়ের জন্য চূড়ান্ত করেও ছবি থেকে বাদ দেওয়ার প্রচলনকে আপনার কেমন মনে হয়?

আমাদের এখানে পেশাদারির অভাব আছে। যাঁরা মহরত করে কিংবা কাউকে অভিনয়ের জন্য চূড়ান্ত করে ছবি থেকে বাদ দিয়ে দেন, তাঁরা প্রতারক। তাঁরা চলচ্চিত্রের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করেন।

এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো খারাপ রাজনীতির শিকার হয়েছেন?

আমাদের এখানে কিছু চলচ্চিত্র হাউস একই ঘরানার হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে কাজ করে। তার বাইরে কাউকে নিয়ে কাজ করে না। এতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মেধাবী শিল্পীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। যাঁর যেখানে থাকার কথা, সেখানে তিনি থাকতে পারছেন না।

র‍্যাম্প মডেলিং থেকে চলচ্চিত্রে আসার পথটা কেমন ছিল?

প্রথম দিকে সবাই বাঁকা চোখে দেখত। বলত, র‍্যাম্প মডেলিং থেকে এসেছি। আমি দেখতে সুন্দর, কিন্তু অন্য কিছুই পারি না। অভিনয় নাকি আমাকে দিয়ে হবে না। শুধু লম্বা হয়েছি, মাথায় কিছুই নেই। এগুলো দীর্ঘদিন ধরে শুনতে হয়েছে। ছবি মুক্তির পরে কেউ আর কিছু বলেনি।

পোশাক নিয়ে আপনাকে প্রায়ই কথা শুনতে হয়েছে... পোশাক নিয়ে কে কী বলল, এগুলো মাথায় নিই না। আমি মনে করি, আমার পছন্দ অনুযায়ী পোশাক পরার স্বাধীনতা আছে। আমি যাতে কমফোর্ট ফিল করি, আমাকে যা ভালো লাগবে, সেটাই আমি পরি।

বিয়ে নিয়ে ভাবনা কী?

বিয়ের কোনো চাপ নেই। এই বছর ফ্রি থাকব। ২০২২ সাল থেকে পরিবার থেকে বিয়ের চাপ আসতে পারে।

আপনার কি বয়ফ্রেন্ড আছে?

আমার সে রকম কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই। এ বিষয়ে আমি কোথাও কিছু বলতে চাই না। আগামী মাস থেকে নিয়মিত কাজ শুরু হচ্ছে। কাজ নিয়েই এ বছর ব্যস্ত থাকতে চাই।

বিয়ের জন্য কী ধরনের ছেলে পছন্দ?

আমার সুন্দর ছেলের দরকার নেই। তবে ভেতরের সৌন্দর্যটা চাই। সেই মানুষের মন, মানসিকতা, ব্যবহার, আচার-আচরণ সুন্দর হতে হবে। আমি পণ্য হতে চাই না। যদিও এত হিসাব-নিকাশ করেও বিয়ে করা সম্ভব কি না, জানি না। কপালে যা আছে, সেটাই হবে।

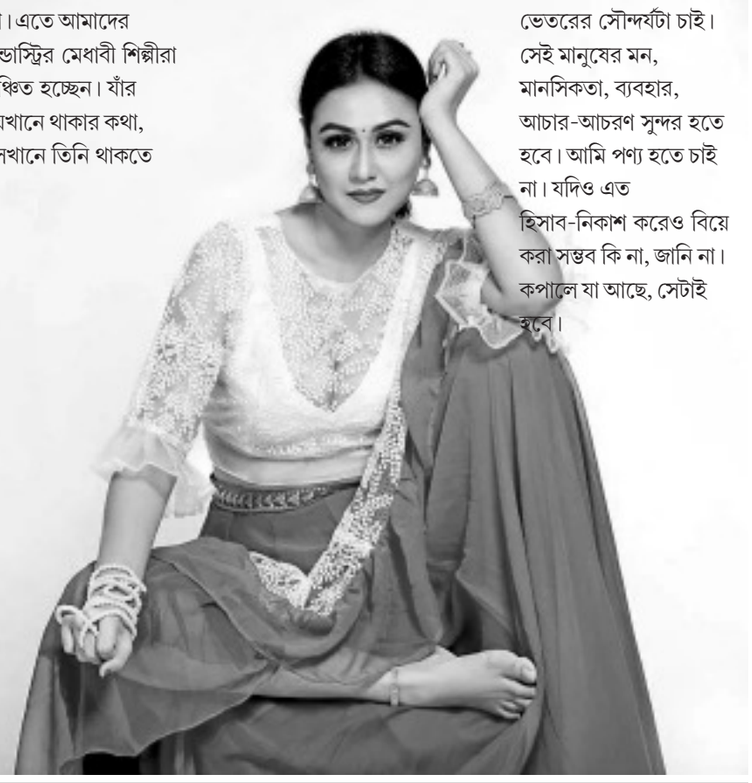

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আমরা বাঙালির আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

জয় বাংলা : দিলীপ ঘোষের ফেসবুক পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : “ইসলামিক বাংলাদেশের জাতীয় শ্লোগান জয় বাংলা। মাননীয়ার মুখে বাংলাদেশি শ্লোগান। মাননীয়া লড়ছেন গ্রেটার বাংলাদেশের লক্ষ্যে।“

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ‘জয় বাংলা’ ধ্বণি আগেও সমালোচিত হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রধানমন্ত্রীর সামনে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের মুখে তাঁকে লক্ষ্য করে ধেয়ে আসা ‘জয় বাংলা’ ধ্বণিতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে মঞ্চ ত্যাগ করেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণের শেষে ‘জয় হিন্দ’-এর সঙ্গে ‘জয় বাংলা’ ধ্বণি দেন।

বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে প্রবল আলোড়ণ শুরু হয়েছে। বুধবার রাত নটার পর তাঁর এই পোস্টে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় ‘লাইক’ পড়েছে ৫,৩০০। শেয়ার প্রায় ৯১২। মন্তব্য দেড় হাজারের ওপর।

প্রতিক্রিয়ায় তুষার সেনগুপ্ত শেয়ার করেছেন, “লালকেল্লার পাশের গলিতেই আমার বাড়ি। আজও ঘটনার সময় আমি ওখানেই ছিলাম। নিজের চোখে যা দেখেছি সেটাই বলছি। খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস সিপিএমের চীনের দালাল পাকিস্তানের দালাল কৃষকরূপী হার্মদরা পুলিশের উপর তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। ’খালিস্তান জিন্দাবাদ’ ’পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিতে দিতে পুলিশকে লাঠিপেটা করেছে আর টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে। লালকেল্লায় জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে। জাতীয় পতাকা ছুড়ে ফেলে লালকেল্লায় খালিস্তানি আর পাকিস্তানি পতাকা টাঙিয়েছে। সবটাই আমার নিজের চোখে দেখা।

পুনশ্চঃ- আমি কিন্তু বিজেপি করি না - কঠোরভাবে সংগৃহীত।

রুদ্র কীর্তনীয়া লিখেছেন, “উনি পশ্চিমবাংলা কে বাংলাদেশ বানাতে চাইছে।“ রাতুল চন্দ লিখেছেন, “পশ্চিমবঙ্গকে কোনোভাবেই পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না।“ দেবকুমার ঘোষ লিখেছেন, “ দিলীপ দা আপনি চালিয়ে যান,পশ্চিমবঙ্গবাসী আপনার সঙ্গে আছে। আর আমি তো শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আপনার সঙ্গে আছি। চিন্তা করবেন না, কিছু কুত্তা ঘেউ ঘেউ করবে। জয় শ্রী রাম।“

স্বপন কুমার দাস লিখেছেন, “জয় পশ্চিমবাংলা এই কথা বলা উচিত জয় বাংলা শব্দটি আমাদের দেশে ব্যবহার করা উচিত নয়।“ অশোক কুমার মন্ডল লিখেছেন, “যেভাবেই হোক না কেন ঐ দেশোদ্রোহী, হীন চরিত্র মুসলিম মনোভাবাপন্ন ও তোষনকারী (পাচাটা) মানুষের তৈরী দলকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় করতে হবে। জয় শ্রীরাম।“

অন্যদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পড়ুয়া, এসএফআই সমর্থক মৈনাক শিকদার দিলীপবাবুর মন্তব্যের অন্তত ছ’টি পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, “জয় বাংলা - শব্দবন্ধটি কাজী নজরুলের কবিতার থেকে নেওয়া জ্জ নাগপুরের খাটালে যারা শিক্ষালাভ করেছে , তাদের এসব জানার কথা নয় জ্জ বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে নজরুল রচনা করেন ‘ভাঙার গান’ কাব্যগ্রন্থটি। এই কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা ‘পূর্ণ-অভিনন্দন’। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা ‘পূর্ণচন্দ্রে’র জেল-মুক্তির দিনে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন পূর্ণ-অভিনন্দন কবিতাটি। এই কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম ‘জয় বাংলা’ শব্দটি ব্যবহার করেন। কবিতাটির কয়েকটি চরণ তুলে ধরা হলো: “জয় বাঙলা”র পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি অন্তরীণ,/জয় যুগে যুগে আসা সেনাপতি, জয় প্রাণ অন্তহীন”। ‘বাঙালির বাঙলা’ প্রবন্ধে: বাঙলা বাঙালির হোক; বাঙলার জয় হোক, “জয় বাঙলা”।

জয় মহারাষ্ট্র, ভেলগা তামিল, জয় বিহার স্লোগান গুলোও কি? বলুক তো মহারাষ্ট্রে গিয়ে। পিঠিয়ে ছাল চামড়া গুটিয়ে রেখে দেবে।

তা ’জয় বাংলা’-টা নাহয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান হল। কিন্তু তাহলে বিজেপি যে ’সোনার বাংলা’ গড়ার স্লোগান দিচ্ছে, সেটা তাহলে কী? যদ্দূর জানি বর্তমান বাংলাদেশে ’জয় বাংলা’ স্লোগানের কোন অফিশিয়াল স্ট্যান্ডিং নেই। কিন্তু ’সোনার বাংলা’-টা তো এক্কেরে বাংলাদেশের সরকারী জাতীয় সঙ্গীতের পেত্থম লাইন রে বাপ! ’জয় বাংলা’ যদি অ্যান্টি-ন্যাশনাল হয়, তো ’সোনার বাংলা’-টা তবে কী? আর রবীন্দ্রনাথের গানের কলি থেকে আসার দরুণ ’সোনার বাংলা’ যদি চলে, তো নজরুলের কবিতা থেকে আসা ’জয় বাংলা’-ও দিব্যি চলবে। শুধু চলবেই না, পাঁই পাঁই করে দৌড়বে। অবিশ্যি ইন বিজেপি-র ডিফেন্স, ওদের ন্যাতাগুলো ’সোনার বাংলা’ ঠিক বলতে পারে না, বলে ’সুনার বাঙ্গলা’। তাতে বোধহয় ’উই লীভ’-টা উহ্য আছে। সত্যিই সুনার ইউ লীভ বাংলা, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। দিনের পর দিন এই ভূতের কেত্তন আর নেওয়া যাচ্ছে না।

ভারতীয় সেনার যাত্রা শুরু এক বাঙালি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের হাত ধরে। সেই ভারতীয় সেনায় নাগাল্যান্ড, জম্মু কাশ্মিরের রেজিমেন্ট আছে কিন্তু বাংলার নেই। ভারতবর্ষের প্রায় সব জাতির রেজিমেন্ট আছে কিন্তু বাংলার নেই? কেন এই বৈষম্য ? এর কি ব্যাখ্যা আছে ? কেন বাংলার ছেলেদের নিজেদের রেজিমেন্ট থাকবে না ? কেন তাদের অন্য রেজিমেন্টে গোঁজা হবে? ভারতীয় সেনার অধীনে বাংলা রেজিমেন্ট গঠন করতে হবে। সেই রেজিমেন্টে ৮৫ পদ সংরক্ষিত থাকবে বাংলার অধিবাসীদের জন্য। সেই রেজিমেন্টের ভিতরে সকল কাজ পরিচালিত হবে বাংলায়।

বাংলার কোনায় কোনায় দাবি উঠুক:- ১) ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙালি রেজিমেন্ট করতে হবে। ২) সেনাবাহিনীতে চাকরীর পরীক্ষায় বাংলা থাকতে হবে। ৩) ২৩শে জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে। ৪) নেতাজি সংক্রান্ত সকল গোপন ফাইল বাংলার মানুষের সামনে আনতে হবে।

উন্নয়নমূলক একাধিক দাবির প্রেক্ষিতে শিলচরে ৩০ জানুয়ারি বিক্ষোভ কর্মসূচি এসইউসিআই-এর

শিলচর (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে শূন্য চিকিৎসক পদ পূরণ সহ শহরের উন্নয়নমূলক একাধিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৩০ জানুয়ারি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে এসইউসিআই দল। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের শিলচর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ওইদিন বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে ধরনা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

দলের নেতা বিজিত কুমার সিংহ জানিয়েছেন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি বিভাগ চালু করা, মেডিক্যাল কলেজে কার্ডিওলজি বিভাগে স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ করা, শতাব্দি-প্রাচীন শিলচর সিভিল হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করা, শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উড়ালপুল অবিলম্বে নির্মাণ করা, শুকনো মরশুমে শহরের রাঙ্গিরখাল, সিঙ্গেরখাল ও লঙ্গাইখাল খনন এবং নালা-নর্দমা সাফাই করা, শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সবকটি সড়ক সংস্কার করা ও বরাক নদীর ভাঙা বাঁধগুলো স্থায়ীভাবে মেরামত করা, শহরের বস্তি এলাকা ও ”সিলিং সারপ্লাস” জমিতে বসবাসকারীদের পাট্টা প্রদান করা, সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধ করে সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত করা বন্ধ করা, শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা ইত্যাদি দাবিতে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে ধরনা কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দলের শহর কমিটির সম্পাদিকা দুলালী গাঙ্গুলি বলেন, ওই সব দাবির ভিত্তিতে ওইদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্রও প্রদান করা হবে। তিনি ক্ষোভের সাথে জানান, রাজ্য সরকার উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছে, অথচ জনগণ বুঝতে পারছে উন্নয়নের নামে কী চলছে। বরাক উপত্যকার একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। শিলচরের বিধায়ক গত পাঁচ বছরে এলাকা উন্নয়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বরাকের জনগণের গণদাবিকে বিধানসভায় তুলে ধরার ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁর নেই। যার ফলে শহরের মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ধরনা কর্মসূচিতে সবাইকে যোগদান করতে আবেদন জানান দুলালী।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বঞ্চনা সুরাহার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বেতন বঞ্চনা ও বৈষম্য দূর এবং সংশ্লিষ্ট নানা দাবিতে বৃহস্পতিবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি বড় মিছিল হয়। উদ্যোক্তা ছিল উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

মূলত ২০১১-র সরকারি নির্দেশিকার সঠিক প্রয়োগ, ২০০৬ থেকে সেটি কার্যকরী করা এবং নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার দাবিতে এই মিছিল। সংগঠনের সভাপতি সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন, “আমাদের ডাকে ২০১৯এর ১২ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত সল্টলেকের বিকাশ ভবনের সন্নিকটে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাঁদের উপর ঘটতে থাকা দীর্ঘদিনের বেতন বৈষম্য ও বঞ্চনা দূর করার দাবিতে অবস্থান ও আমরণ অনশন কর্মসূচী করেন। যার ফলশ্রুতিতে রাজ্য প্রশাসন আন্দোলনরত প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীকে মান্যতা দিয়ে বেতন-শ্রেণীর উত্তরণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু সেই আদেশনামাটি ছিলো অতীব সংক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্ট। এই অস্পষ্ট আদেশনামার অপপ্রয়োগ করে শিক্ষা দফতর শিক্ষক সমাজের সাথে প্রতারনা করে নুতন করে বঞ্চনা ও বৈষম্যের মুখে ফেলেন।

আমরা বারে বারে ওই আদেশের স্পষ্টিকরণ এবং ২০০৬-এর ১ জানুয়ারি থেকে নোশোনাল এফেক্টের (যা অনুরূপ অন্য আদেশের ক্ষেত্রে গ্রহন ও বলবৎ করা হয়েছে) জন্য শিক্ষা দফতর এর দ্বারে-দ্বারে বারে বারে আবেদন-নিবেদন জানিয়েছি। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস স্বত্বেও আজ পর্যন্ত তার কোনও সুরাহা হয়নি। এই আদেশনামার ফলে উদ্ভুত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিরসনের দাবীতে এবং প্রশাসনের অনীহার প্রতিবাদে উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারী টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে আজ রাজ্য জুড়ে সকল জেলায় “ঘুরি শিক্ষকের বাড়ি বাড়ি বঞ্চনাকে তুলে ধরি” কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ আমাদের রাজ্যের সকল জেলা কমিটি এবং চক্র কমিটির সদস্যরা সমস্ত শিক্ষকদের দোরে দোরে পৌঁছে বেতন বৈষম্য সংক্রান্ত সমস্ত নথি তাদের হতে তুলে দিচ্ছেন।

করোনা পরিস্থিতিতে নিরবিচ্ছিন্ন পঠন-পাঠনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহনের আর্জি জানিয়ে আরেকবার আমাদের বেতন কাঠামো সংক্রান্ত নিম্নবর্নিত আনুষঙ্গিক বঞ্চনা ও অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতাগুলির প্রতি সকল শিক্ষক শিক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার আর্জি জানানো হচ্ছে।

যে সংগত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ বিগত দিনে হয়েছিল; তার ব্যতিক্রম বর্তমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে আমাদের প্রতি চরম অবহেলা স্বরূপ, অবমাননাকর এবং অন্যায় বলেই প্রতিপন্ন হচ্ছে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে প্রাথমিক শিক্ষকেরা (নতুন ভাবে) আরো বেশী চরম বঞ্চনার শিকার হবেন।

বিভিন্ন অসঙ্গতির ফলে সিনিয়র প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের এযাবৎ প্রাপ্ত বৈধ সুবিধা ও অভিজ্ঞতা অস্বীকার করে এবং বেতন কাঠামোয় একাধিক অবাঞ্ছিত সমস্যার যে প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছে; মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিনিয়র থেকে জুনিয়র কর্মীর বেতন কখনই কম হতে পারে না।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কন্যা সন্তান সুরক্ষা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার খুশিতে কোথাও মা-বাবারা করছেন রক্তদান, কোথাও চলছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান। কন্যা সন্তান সুরক্ষায় একদিকে যেমন চলছে ভ্রণ হত্যার প্রতিবাদ, তেমনি হচ্ছে কঠোর আইন। দেশ জড়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় কন্যা সন্তান দিবস। পিছিয়ে নেই ত্রিপুরা রাজ্যও। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্য্যালয় প্রাঙ্গনে ২৪ জানুয়ারি বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যা সন্তান দিবস পালন করা হয়। এদিন ২৫ জন কন্যা সন্তান তাদের মা ও অভিভাবকদের সাথে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে কন্যা সন্তানরা এদিন একটি করে গাছ রোপন করে। তাদের লাগানো প্রত্যেকটি গাছের নীচে নিজের নাম লেখা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় কন্যা সন্তান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কন্যা সন্তানের অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: জগদীশ চন্দ্র নম:। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের অধীনে ২৭ জানুয়ারি এক স্বচ্ছভারত অভিযানে কায়াকল্প কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন সংগঠনের স্বোচ্ছাসেবকগণ অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়, আর্মি এইচ এস স্কুলের এন এস এস ইউনিট, সি-কয় বি এস এফের ২০০ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিলোনীয়া শাখার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বচ্ছ ভারত র‍্যালীর উদ্বোধন করেন। পরে সাফাই কর্মীদের মধ্যে পরিষ্কার করার সামগ্রী বিতরণ করা হয় ও স্বচ্ছতা বিষয়ক প্রচার অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্প শাখা ও বিদ্যালয় শিক্ষার যৌথ উদ্যোগে গান্ধীগ্রাম এইচ এস বিদ্যালয়কে তামাক মুক্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষনা করা হয়। গত ২৫ জানুয়ারী গান্ধীগ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত গান্ধীগ্রাম এইচ এস বিদ্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর, স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটির সদস্যগণ গান্ধীগ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডা. তানিয়া তিলক ও সাইকোলজিস্ট কবিতা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সভার পর স্কুলের আশেপাশের দোকানগুলিকে সচেতন করা হয় এবং স্কুলে প্রয়োজনীয় তামাক নিয়ন্ত্রনের প্রচার সামগ্রী বিতরন করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সাব্রূমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ১,১৭২ মেট্রিক টন ধান ক্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে সাব্রম মহকুমায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনগর, ক’ষ্ণনগর এবং রাজনগর এই তিনটি ধান ক্রয় কেন্দ্রে ১ হাজার ১৭২ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। ১১ থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ধান ক্রয় করা হয়। ৬১৭ জন ক’ষক ধান ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। ক’ষি দপ্তর, খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরের আধিকারিকগণ ধান ক্রয় কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ধান ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।

বেপরোয়া করোনা রোগীদের জন্য জার্মানিতে তৈরি কোভিড কারাগার

বার্লিন, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে যাঁরা বেপরোয়া হয়ে উঠে কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম অমান্য করছেন তাঁদের উচিত শিক্ষা দিতে জার্মানিতে তৈরি হচ্ছে কোভিড কারাগার । অনুরোধ কিংবা নির্দেশে কাজ না হওয়ায় অভিনব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মানির উত্তরাঞ্চলের শ্লেসভিগ-হলস্টাইন রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের ছোট শহর নয়ম্যুনস্টারের কিশোর সংশোধনাগারের অব্যবহৃত একটি অ্যানেক্স ভবনের ছয়টি ঘরকে ‘কোভিড কারাগার’ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

তবে কোভিড কারাগারে ‘বন্দিদের’ টিভি দেখতে দেওয়া হবে। তারা ল্যাপটপ, ফোন ও বাড়িতে থাকাকালীন যে সব সুবিধা ভোগ করেন তা পাবেন। শুধু তাদের নিরাপত্তাপ্রহরীদের কথা শুনতে হবে। ৪০ জন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ওই কারাগারে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। গত বছরের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জার্মানির ব্রান্ডেনবুর্গ রাজ্যে বেশ কয়েকজনকে কোভিড কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

রাজ্যকে তৃণমূলের গ্রেটার বাংলাদেশ বানানোর অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক নয়া বিতর্ক

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূল ‘গ্রেটার বাংলাদেশ’ বানাতে চাইছে বলে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যে অভিযোগ তুলেছেন, তা নিয়ে জমে উঠেছে রাজনৈতিক নতুন বিতর্ক।

সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে এমনই অভিযোগ তুলেছেন দিলীপবাবু। তাঁর দাবি, তৃণমূল যে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দেয়, তা ‘ইসলামিক বাংলাদেশের’ জাতীয় স্লোগান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না লিখলেও দিলীপ তাঁর পোস্টে অভিযোগ করেছেন, ‘মাননীয়া লড়ছেন গ্রেটার বাংলাদেশের লক্ষ্যে’।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনুষ্ঠানে নেতাজি জয়ন্তীতে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ওঠায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বক্তৃতা না করলেও প্রতিবাদ জানানোর শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়েছিলেন। দিলীপবাবুর এই পোস্টের পর জল্পনা ছড়িয়েছে যে, নেতাজি জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ওঠা নিয়ে অস্বস্তিতে থাকা বিজেপি কি তার পাল্টা দিতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানকে হাতিয়ার করছে? ওই পোস্টের পরেই কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তথা প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের বক্তব্য, “এখন বিজেপি দলটাই ‘গ্রেটার তৃণমূল’ হয়ে গিয়েছে। সেই হতাশারই প্রকাশ দিলীপ ঘোষের এই পোস্টে।” তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের মন্তব্য, “দিলীপ ঘোষের এ সব কথা কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।”

এই স্লোগান ব্যবহারের মধ্যে অবশ্য কোনও অভাবিত ঘটনা বা অন্যায় কিছু দেখছেন না কুণাল। তিনি বলেন, “একটা সময়ে দুই বাংলাই একসঙ্গে ছিল। এখনও দুই বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সবেতেই দারুণ মিল। সেই হিসেবে স্লোগানেও মিল থাকাটা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য আর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। স্লোগানের মধ্যে গ্রেটার বাংলাদেশ বানানোর লক্ষ্য খোঁজার পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। আর আছে বাংলার মানুষের সমর্থন না পাওয়ায় বিজেপি নেতাদের হতাশা।”

এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে সরব হয়োছে বিজেপির উদ্বাস্তু শাখা। ওই শাখার রাজ্য আহ্বায়ক মোহিত রায় বৃহস্পতিবার বলেন, “এটা মনে রাখতে হবে যে, ‘জয় বাংলা’ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘোষণা করা জাতীয় স্লোগান। সেটা এই রাজ্যে ব্যবহার করার লক্ষ্য তোষণ রাজনীতি। এই স্লোগানের মধ্যে লুকিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে আলাদা করার কথা।”

দিলীপবাবুর সুরে সুর মিলিয়ে রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “মনে রাখতে হবে যে, ‘জয় বাংলা’ শেখ মুজিবুর রহমানের স্লোগান। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রথম বেতার ভাষণে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ব্যবহার করেছিলেন। এখনও বাংলাদেশে এটি সমান ভাবে রাজনৈতিক স্লোগান হিসাবে ব্যবহার হয়। সেই স্লোগান এখন কেন মাননীয়া ব্যবহার করছেন তা মানুষ বুঝতে পারছে।”

তৃণমূলের গ্রেটার বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য রয়েছে বলে আক্রমণের যুক্তি হিসেবে তাঁর পোস্টে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন দিলীপবাবু। এক, ভিক্টোরিয়ায় মমতার মুখে ‘বাংলাদেশি স্লোগান’ ছাড়াও দিলীপবাবুর অভিযোগ অতীতে তৃণমূলের প্রচারে বাংলাদেশি অভিনেতা ও তৃণমূলের উদ্যোগে পুজোয় বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের অভিনেতা ফিরদৌস রায়গঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী কানহাইয়ালাল আগরওয়ালের সমর্থনে প্রচার করেন। সেই সময়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি দিলীপবাবু মন্তব্য করেছিলেন, “এ বার হয় তো ইমরান খানকেও প্রচারে আনবে তৃণমূল!” সেই জল অনেক দূর গড়ায়। শেষ পর্যন্ত ফিরদৌসকে কালো তালিকাভুক্ত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

নীতিগত বিরোধ থাকলেও, কৃষকদের পাশে দাঁড়ান”, বিধানসভায় বিরোধীদের কাছে আবদেন মমতার

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি .স.) : বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড হয়। কৃষি আইন বিরোধী প্রস্তাব ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে অধিবেশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে উঠলে তাঁকে বাধা দেন বিজেপি বিধায়করা। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা।

এদিন ছিল বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিন। কৃষি আইন নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। দুপুরে তা শুরু হতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরেন। চাষিদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ”কৃষকদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার জন্য বিজেপি সরকার দায়ী”।

বিজেপি বিরোধী সুর আরও চড়িয়ে তাঁর বক্তব্য, ”আমাদের মধ্যে আদর্শগত বিভেদ থাকতে পারে। কিন্তু কৃষকরা লালকেল্লা দখল করতে গিয়েছিলেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। কৃষকরা খলিস্তানি নয়। কৃষক বিলগুলো জোর করে পাস করানো হয়েছে। তিনটি আইনই প্রত্যাহার করতে হবে। কৃষকদের সব কর মকুব করতে হবে।”

এরপর তিনি কড়া সুরেই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলে বলতে থাকেন, ”হয় আইন প্রত্যাহার করো, নাহলে সরকার গদি ছাড়ো।” যাঁরা সদ্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা ওয়েলে নেমে মুখ্যমন্ত্রীকে বাধা দিতে থাকেন। তাঁদের দাবি, এই প্রস্তাব বিধানসভায় গ্রহণ করা যাবে না। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে এই বিক্ষোভ। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখানোর সময়ে তাঁরা আবারও ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে থাকেন। এরপর অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা, স্বাধীন সরকার, আশিস বিশ্বাস, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, দুলাল বর-সহ সকলে। হইহট্টগোল চলাকালীন দুলাল বরের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন সিপিএম বিধায়ক তথা বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। তা সামলাতে এগিয়ে আসেন সিপিএমের আরেক বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী। অভিযোগ, তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন দুলাল বর। এই হইহট্টগোলের মধ্যেই অবশ্য কেন্দ্রীয় কৃষি আইন খারিজ করে বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করেন মন্ত্রী তাপস রায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’আমরা কৃষকদের পাশে আছি। আমাদের মতে, যে বিল আনা হয়েছে তাতে কৃষকদের স্বার্থহানি হবে। ফলে এই বিলের বিরোধিতা করতে হবে।’

তিনি বলেন, ’কৃষকদের আন্দোলনকে অন্যায়ভাবে দমন করা হচ্ছে।’ মুখ্যমন্ত্রী এদিন সমস্ত দলের বিধায়কদের কাছে দাবি জানান, যাতে নীতিগত বিরোধ থাকলেও তাঁরা সকলে যেন একসঙ্গে মিলে কৃষকদের পাশে দাঁড়ান।’

মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল পশ্চিম দিল্লি, কম্পাঙ্ক মাত্র ২.৮

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কাঁপল রাজধানী দিল্লি। বৃহস্পতিবার সকালে হালকা কম্পাঙ্কের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে পশ্চিম দিল্লিতে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ২.৮। সকাল ৯.১৭ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কম্পন অনেকেই সেভাবে টের পাননি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯.১৭ মিনিট নাগাদ ২.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পশ্চিম দিল্লিতে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নয়াদিল্লি থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ২৮.৬৬ অক্ষাংশ এবং ৭৭.১৩ দ্রাঘিমাংশ (ভূপৃষ্ঠের ১৫ কিলোমিটার গভীরে)। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।

ভারতে ১৯.৪৩-কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৯৬.৯৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৯.৪৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,২৫, ৬৫৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,৪৩, ৩৮,৭৭৩-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বুধবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৩০১ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৯৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৩, ৮৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১২৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৩, ৭৩,৬০৬ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৭৩,৭৪০ জন করোনা-রোগী (১.৬২ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্টেন্ট বসানোর পর সুস্থ আছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি স): সুস্থ হয়ে ওঠার কিছুদিনের মাথায় হঠাৎ ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বুকে ব্যথা নিয়ে বুধবার অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হন সৌরভ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় বৃহস্পতিবার কলকাতায় এসেছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠি। দেবী শেঠি আসার পরেই চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নেন আজ স্টেন বসানো হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শরীরে। স্টেন্ট বসানোর পর সুস্থ রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে।হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শরীরে বসল আরও দু’টি স্টেন্ট। বর্তমানে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে মহারাজকে। আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শারীরিক অবস্থা। দেবী শেঠি, অশ্বিন মেহতার উপস্থিতিতে বসল স্টেন্ট। গত ২ জনুয়ারি সকালে জিম করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বুকে ও পিঠে ব্যথা অনুভব করায় দ্রুত তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসা করে দেখা যায় তিনটি ধমনীতে ৯৫ শতাংশ ব্লকেজ রয়েছে তার। এরপরেই একটি স্টেন্ট বসানো হয়। আরও দুটি স্টেন্ট পড়ে বসানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। সেই চারদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ৭ জানুয়ারি বাড়ি গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরই মাঝে ২০ দিনের মাথা ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিসিসিআই সভাপতি। গতকাল বুধবার সকালে বুকে ব্যথা অনুভব করায় বেহালা থেকে গ্রীন করিডোরে করে অ্যাপোলো হাসপাতালে আসেন তিনি।

নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন মহা তোরণ ও টাউন হলের

তারাপীঠ, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন হলো মনসুবা মোড়ে বৃহৎ মহা তোরণের ও পাশাপাশি রামপুরহাটের প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহ্যবাহী রামপুরহাট পৌর মন্দিরের নব নির্মিত ভবনের। উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত নকসায় ১ কোটি ১০ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বৃহৎ তোরণ নির্মাণের উদ্যোগ নেয় তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। ফুল মালা ও আলোক সজ্জায় সাজানো হয় মনসুবা মোড়ে তারাপীঠ মন্দির যাওয়ার প্রবেশ দ্বারটিকে। তারাপীঠ ঢোকার মুখে একটি সুদৃশ্য তোরণ দ্বার আছে। কিন্তু ১৪ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ভি আই পি রাস্তার উপর এই নতুন তোরণ দ্বার নির্মিত হওয়ার ফলে মনসুবা থেকে তারাপীঠ যাওয়ার পথ নির্দেশ দেওয়া সহজেই সম্ভব হবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিজয় ভারতী, জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং, জেলা পরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিনহা, এ আর ডি বি চেয়ারম্যান ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য ও তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায়, তারামা সেবায়েত সমিতির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

অন্যদিকে, রামপুরহাটের প্রাণ পুরুষ জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী পৌর মন্দির নির্মিত হয় ১৯২৭ সালের ১৭ মার্চ। দীর্ঘদিন ধরে কালের গ্রাসে ভগ্নদশা লাভ করে এই পৌর ভবন টি। এলাকাবাসীর আবেগের কথা মাথায় রেখে ২০১৯ সালে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। এই বরাদ্দ অর্থে দুটি শীততপ ঘর ও মার্বেলের মেঝে সহ একটি বড় হল ঘর নির্মিত হয়। একটি স্থায়ী মঞ্চ ও পুরুষ মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থাও করা হয়। আধুনিক এই হল ঘরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরও সুগম হবে। রামপুরহাট এলাকায় নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এই টাউন হল আবার তার পুরাতন গরিমা ফিরে পাবে বলে আশা করেন টাউন হলের সম্পাদক কৃষ্ণ চৌধুরী। এদিন এই টাউন হল ফুলের মালায় সেজে ওঠে।

কোথায় গেলো আপনার কোটি টাকার ঠিকাদার সংস্থা, মমতাকে কটাক্ষ বৈশাখীর

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.): কোথায় গেলো আপনার কোটি টাকার সেই ঠিকাদার সংস্থা? কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন বিজেপি নেত্রী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এতদিন পর ফের পুরনো নেতাদের উপর বিশ্বাস করা নিয়েও তৃণমূল নেত্রীকে একহাত নিলেন তিনি বিধানসভা নির্বাচনের আগেই দলে সক্রিয় হয়েছেন শোভন-বৈশাখী। আর তার পরেই একের পর এক বাক্য বানে বিদ্ধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী কে। আক্রমণ শানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে। এদিন তৃণমূলের ভোট প্রকৌশলী প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হবেন বলে জানিয়েছেন। এরপরেই ওই এলাকা নিয়ে বিশেষ নজর দিচ্ছে দল। সেখানে নিজেদের শক্তি বুঝে নিয়ে সমীক্ষা চালাবে তৃণমূল। পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শুরু হবে সমীক্ষা। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূল নেত্রীকে কটাক্ষ করেছেন বৈশাখী।

বিজেপি নেত্রীর কথায়, 'দিদি আজ নন্দীগ্রামে রেইকি করতে পাঠাচ্ছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। রাজনৈতিক ছক কষতে কেন ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোরকে বাদ দিয়ে বর্ষিয়ান নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখছেন? কোথায় গেল আপনার কোটি টাকার সেই ঠিকাদার সংস্থা? আজ কেন আপনার দলে পুরনো মুখগুলো মনে পড়ছে? তাহলে এতোদিন ধরে কী কাজ করলো পি কে?'

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, বৈশাখী তার ইঙ্গিতবাহী মন্তব্যেরমাধ্যমে বেশ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আজ দলের বিপাক বুঝেই তৃণমূল নেত্রী দলের পুরনো কর্মীদের গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধরতে এলে চাটের জোরে মুখে থুতু নিয়ে ফেঁটে যাবে, অনুব্রত মণ্ডল

সিউড়ি, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের পাশাপাশি সরগরম হয়ে উঠেছে বীরভূমের রাজনৈতিক পরিবেশও। বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি নিজের গড়ে পুনরায় তৃণমূলের শাসনকে ধরে রাখতে প্রতিদিন ব্লকে ব্লকে জনসভা করে চলেছেন। আর তার জনসভা মানেই নতুন কিছু নিদান অথবা হুঁশিয়ারি। ঠিক সেই মতই বৃহস্পতিবার সিউড়ি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের জনসভায় অনুব্রতর নতুন হুঁশিয়ারি শোনা গেল। বললেন, "চাটের (ল্যাঙ) জোরে মুখে থুতু নিয়ে ফেঁটে (পালিয়ে) যাবে"।

এই হুঁশিয়ারি কাদের উপলক্ষ্য করে? অবশ্যই গেরুয়া শিবিরকে উপলক্ষ করে অনুব্রত মণ্ডলের এমন হুঁশিয়ারি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের বিশেষজ্ঞরা। সভায় তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'ছেলেদের বলছি বিজেপিকে ঠেঙিয়ে পগার পার করুন।' পগার পার করার পরেই তিনি বলেন, 'খেলা হবে। ভ''য়ঙ্কর খেলা হবে। এই মাটিতেই খেলা হবে।' কি কি খেলা হবে? তার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'হাডুডু খেলা হবে। ধরতে এলে এমন চাট (ল্যাঙ) মা''রবো, মুখে থুতু নিয়ে ফেঁটে (পালিয়ে) যাবে। খেলা হবে, হাডুডু খেলা হবে।' পরে আবার এই খেলা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'হাডুডু সাথে ডাংগুলি খেলাও হবে। খেলা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। যাদের সঙ্গে খেলার তাদের সঙ্গে খেলবো। দিনের খেলা, রাতেও এখন লাইট দিয়ে খেলা হয়। খেলতে খেলতে কারোর লাগলে হাসপাতাল আছে হাসপাতালে যাবে। যাওয়া হবে সব খেলাতেই হবে।

নির্বাচন নিয়ে শনিবার অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক সিআরপি অধিকারিকদের

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর আগামী সফরে সিআরপিএফ-এর অধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। শনিবার নিউটাউনে হবে এই বৈঠক।

সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে বাহিনীর আইজি ও ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচনের আগে কত কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে তা নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচনের আগে রাজ্যে আসবে একশো কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার আগে অমিত শাহের সঙ্গে সিআরপিএফ অধিকারিকদের এই বৈঠক যথেষ্ট তৎপর্যপূর্ণ।

সিআরপিএফ সূত্রের খবর, নির্বাচনের আগে দুই কোম্পানি বাহিনী আগেই পাঠানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে। ভিআইপি নিরাপত্তার জন্য পাঠানো হয়েছিল এই বাহিনী। খড়্গপুর ও দুর্গাপুরে রাখা হয়েছে সেই বাহিনী। কেন্দ্রের নির্দেশ এলে তবেই দেওয়া হবে কোনও ব্যক্তিকে নিরাপত্তা। এছাড়া সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে জঙ্গলমহলে। যদিও নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী কীভাবে কাজ করবে তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানোতোর আগে থেকেই তুঙ্গে থাকে। অভিযোগ ওঠে সেন্ট্রাল ফোর্সকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যায় পুলিশ। আবার কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথের বাইরেও বিনা কারণে মারধর করে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ থাকলেও বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা রাজনৈতিক দল থেকে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীও, কেন্দ্রীয় বাহিনী কী বুথের ভেতর থাকবে? কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পুলিশ নিয়ে যাবে, নাকি বাহিনীর কোনও আধিকারিক সিদ্ধান্ত নেবেন? জওয়ানদের ভাষার সমস্যার জন্য কী বাংলা জানা অফিসারদের বেশি করে পাঠানো হবে? সিআরপিএফ অধিকারিকদের নির্বাচনের আগে এই সব বিষয়েও কিছু নির্দেশ দিতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিত শাহ-সিআরপিএফের প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়ে অখুশি তৃণমূল

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি . স.) : পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচনে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করল তৃণমূল।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর আগামী সফরে সিআরপিএফ-এর অধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। শনিবার নিউটাউনে হবে এই বৈঠক। এই বৈঠককে চূড়ান্ত কটাক্ষ করল তৃণমূল কংগ্রেস।

দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, 'অমিত শাহের এই প্রস্তুতি 'হাল্লা চলেছে যুদ্ধে '-র মতো। আর অমিত শাহ হাল্লা রাজার মতো প্রভাব দেখিয়েও লাভ নেই। কোনও লাভ হবে না। এভাবে ভয় তৈরি করা যায়না। নির্বাচনে পক্ষপাতদুষ্ট যেন না আচরণ করে সিআরপিএফ। সঠিক ভাবে নির্বাচন হলে জিতবে তৃণমূলই।"

অন্যদিকে বিজেপি এই বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছে। উল্লেখ্য, বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে প্রথম থেকেই পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুলেছে। গত ডিসেম্বরের প্রথমার্দ্ধেই দলের তরফে জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে লেখা চিঠিতে বলা হয় দ্রুত রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা না হলে বিজেপি-র পক্ষের প্রচার চালানোই কঠিন।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ হচ্ছে ডাটা আপলোড করার শেষ তারিখ। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তাকে সাংবাদিকদের নাম অতি দ্রত কো-উইন পোর্টালে আপলোড করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

মহিলার

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। যদিও তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় কৃষ্ণপুর, উত্তর মহারানীপুর, কপালিটিলা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায়শই বন্য হাতি উন্মত্ত তাণ্ডব চালায়। ধ্বংস করে দেয় ঘরবাড়ি, কৃষিক্ষেত। বন্য হাতির তাণ্ডব থেকে জন নিরাপত্তায় ব্যর্থ প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় জনগণ।

বাঙালির

● প্রথম পাতার পর

গতকাল তাঁদের আন্দোলন থেকে উৎখাত করেছে পুলিশ। তাতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা হয়েছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন।

ওই ঘটনায় আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। গৌরাঙ্গ রুদ্রপালের কথায়, আন্দোলনরত চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বল প্রয়োগের ঘটনা অনভিপ্রেত। কারণ, তাঁদের ডেকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা উচিত ছিল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অনেক বিজ্ঞজন রয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতায় আন্দোলনরত চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেত। তিনি বলেন, ওই সকল চাকরিচ্যুত শিক্ষক নিরপরাধ। তাঁদের এখন জীবনজীবিকায় আঘাত এসেছে। তবে সর্বাবস্থায় তাঁদের জীবন বিপন্নের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত, বলেন গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল।

আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের ভ্যাকসিন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের যেসব সাংবাদিক করোনা ভ্যাকসিন নিতে আগ্রহী তাদের আগামী দু'দিনের মধ্যে আগরতলা প্রেসক্লাবে নাম জমা দিতে হবে। সাথে দিতে হবে আঁধার কার্ডের জেরক্স কপি। এর আগেও একবার ভ্যাকসিন নিতে আগ্রহী সাংবাদিকদের নাম জমা দেওয়ার জন্য আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনো নাম জমা পড়েনি। আগামী দু'দিনের মধ্যে নাম জমা না পড়লে ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী হতে পারে। আগামী দু'দিনের মধ্যে প্রেসক্লাবের নাম জমা দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

তিনজন

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আহত হয়েছে এদিকে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানা এলাকার গোকুলনগর একটি গাড়ি ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।

দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে ফটিকরায় হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ফটিকরায় হাসপাতাল থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। গুরুতর আহত যুবকের নাম ধনিরঞ্জন দেববর্মা। ফটিকরায় থানার পুলিশ গাড়ি এবং বাইক আটক করেছে এবং এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, গত ১২ দিনে ভারতে ২ লক্ষ ৩০ হাজার জনের টিকাকরণ হয়েছে।আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দেশের ৩০ কোটি বয়স্ক মানুষেরও টিকাকরণও সেরে ফেলা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

এদিন দাভোস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে দুটি স্বদেশি ভ্যাকসিন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি করোনা টিকা এ দেশে ছাড়পত্র পাবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই দেশের আত্মনির্ভর হওয়ার কথা তুলে ধরেছেন নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, "করোনাকালে একাধিক বিপত্তিকে জয় করেছে ভারত। আত্মনির্ভর অভিযানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে হেঁটেছে দেশ।" এ দেশের সংস্কার অনেকের কাছেই উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তাঁর কথায়, "মহামারী আবহে বিশ্বের বহু মানুষের প্রাণদান করেছে ভারত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে করোনার ভ্যাকসিন।১৫০ দেশকে সাহায্য করেছে ভারত। তৈরি করা হয়েছে টিকাকরণের পরিকাঠামো।"এই সমস্ত সাফল্যের কথা এদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন আধার, ইউপিআই ও তথ্য গোপনীয়তা আইন নিয়েও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। পরিকাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকার ও শিল্পমহলকে একযোগে কাজ করতে হবে বলে জানান মোদী। তিনি বলেন যে বিভিন্ন আইনকে বদল করা হচ্ছে যাতে অযথা হেনস্থা না হয় ব্যবসায়ীদের। ক্রমশ ভারত আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে বলে তিনি জানান।

মুখপাত্র

● প্রথম পাতার পর

১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করবেন না। সাথে তিনি যোগ করেন, নেডা-র আহ্বায়ক তথা অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও আশ্বাস দিয়েছিলেন, আইনের এক্তিয়ারে থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সহায়তা করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির এক চুল নড়েনি বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার, জোর গলায় দাবি সুব্রত চক্রবর্তীর।

তিনি বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা চাইছেন কোনও পরীক্ষা ছাড়াই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হোক। অথচ, সেই পথে হেঁটে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হলে আবারও বেআইনি কাজ করবে ত্রিপুরা সরকার, তা তাঁরাও যথেষ্ঠ বুঝতে পারছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিবেচনা করে অশিক্ষক পদে নিয়োগ শুরু করেছে। তবে, এখন স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া মেনে চলবে ত্রিপুরা সরকার। তাতে তাঁদের কীসের আপত্তি বোঝা বড় দায়, কটাক্ষ করে বলেন তিনি।

এদিন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষকের চরিত্রের সাথে আন্দোলনকারীদের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, তাঁরা উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। সুর ছড়িয়ে তিনি বলেন, মশাল মিছিলের নামে হুঙ্কার শিক্ষকের ভাষা হতে পারে না। তাঁদের দেখে সিপিএমের ক্যাডার ছাড়া অন্য কিছুই মনে হচ্ছে না, কটাক্ষ করে বলেন তিনি। নবেন্দুর দাবি, দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সাথে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনের কোনও ফারাক নেই। এমন-কি, বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের তর্জমা করে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনিও উস্কানি দিচ্ছেন। নবেন্দু বলেন, আজকের এই পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী তদন্ত হচ্ছে। সেই ভয়েই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশকে প্ররোচনার ফাঁদে ফেলেছেন। নিজেদের বাঁচাতে তাঁদের ব্যবহার করছেন, তোপ দাগেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা ও প্রসারে রাজ্য সরকার আন্তরিক। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এডিসি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পেপার ব্লকের রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এডিসি এলাকায় টাউনশিপ গড়ে তোলারও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিসি এলাকার মধ্যে আমবাসা মহকুমায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যষিত এলাকার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। তাই কৃষির বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের আয় ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাজ করছে। রাজ্যের কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় বছরে ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। এই যোজনায় কিল্লা ব্লকে ৬ হাজার ৩৫ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়াও এই ব্লকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় ৭ হাজার ২৪২ জনকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। ব্লকের ৩ হাজার ৪৭০ জন কৃষক কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পেয়েছেন। অটল জলধারা যোজনায় কিল্লা ব্লকের ২ হাজার ৮৩৮টি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আগামীদিনে সাব্রুমে সুসংহত স্থলবন্দর ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠলে রাজ্যে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে বাঁশভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ট্যাবলো প্রদর্শনীতে বাঁশভিত্তিক শিল্পকে তুলে ধরে রাজ্য দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মলসম দফার সম্পাদক চন্দ্রকৃষ্ণ মলসম। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মলসম সম্প্রদায়ের রাইমদন হরি মলসম।

ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন ৩১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলনে আগামী ৩১ জানুয়ারী আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১১টায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্তঈ বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রেসকাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সদস্য সি কে নায়েক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি গীতার্থ পাঠক। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সর্বভারতীয় মহাসচিব সাবিনা ইন্দ্রজিৎ। রাজ্য সম্মেলনে আগামী দু'বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া জেলা ও মহকুমা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হবে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন। ইউনিয়নের রাজ্যের সব সদস্য / সদস্যাদের সকাল ১০টার মধেও আগরতলা প্রেসক্লাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজেপি কর্মীর মৃত্যু রহস্যের তদন্ত ৫ মার্চের মধ্যে সিআইডি-কে শেষ করার নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বিজেপি কর্মী উলেন রায়ের মৃত্যুরহস্যের তদন্ত ৫ মার্চের মধ্যে সিআইডি-কে শেষ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চ। এই সঙ্গে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি সিআইডিকে রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানের দিন প্রাণ যায় কর্মী উলেন রায়ের। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য-রাজনীতি। শাসক-বিরোধী একে অপরকে নিশানা করে। আক্রমণ করা হয় রাজ্যপুলিশকেও। সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছিল মৃতের পরিবার। এ নিয়ে আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

তাই সীপাহিজলা জেলার ছাত্র ছাত্রীরা বৃহস্পতিবার না বুঝতে পেরে রাস্তা অবরোধ করে বলে জানান পুলিশ এবং একাংশ বুদ্ধিজীবিরা। সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. চিত্রা পাল এডুকেশন ডাইরেক্টরকে ফোনে বৃহস্পতিবার রাস্তা অবরোধ এর কথা জানালে তিনি বলেন কোন ছাত্র ছাত্রী বঞ্চিত হবে না কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে। ছাত্র ছাত্রীরা কলেজে ভর্তি না হতে পারার মুল বিষয় হলো ২৯ জানুয়ারি শেষ তারিখ ভর্তি হওয়ার। কলেজে আসন সংখ্যাও সীমিত। তাই তারা ভর্তি না হতে পারায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তা অবরোধ করেছে।

এদিকে, রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ভর্তি হতে কোনও সমস্যা হবে না। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথে একথা জানান। তিনি বলেন, চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত রাজ্যে অনলাইনে ১৩ হাজার ৭৭১ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিলো। চতুর্থ রাউণ্ডে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে স্পট রাউণ্ডে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত ভর্তির জন্য ১০ হাজার ৫১৪টি আবেদনপত্র ছিলো। এরমধ্যে ৪,২৯২ জন ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২৫ এবং ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ৪,০৬১ জন ছাত্রছাত্রীর স্পট রাউণ্ডে নিজেদের পছন্দের কলেজ এবং সাবজেক্ট নিয়ে ভর্তির জন্য আসন বরাদ্দ ছিলো। এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৮২৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তিনি বলেন, ভর্তির জন্য এখনও অবশিষ্ট রয়েছে ২,১৬১ জন ছাত্রছাত্রী। বর্তমানে সারা রাজ্যের বিভিন্ন কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য ৩,৩৩৫ আসন খালি রয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে কোনও ধরণের সমস্যা হবেনা।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। ১৯৯২-৯৩ অর্থবর্ষে এই সংস্থার মাত্র ৮ লক্ষ টাকা লাভ ছিল। আর কোন সময় লাভ ছিল না। বর্তমানে এই সংস্থায় যে সব কর্মচারি ২০ হাজার টাকার নিচে বেতন পান (৬০ জন) তাদেরকে বোনাস দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থায় ৭১ জন কর্মচারি রয়েছেন। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে লাভ পায় ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮তে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ, ২০১৮-১৯তে ৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা লাভ হয়। কিন্তু ২০১৯-২০ এ লাভ পায় ৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। এই সংস্থায় ৪৮ জন কর্মচারি রয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ, ২০১৭-১৮ তে ৩ কোটি ২০ লক্ষ, ২০১৮-১৯তে ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা লাভ পায়। কিন্তু ২০১৯-২০ এ লাভ করে ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। কর্মচারি রয়েছেন ১১২ জন। ত্রিপুরা আরবান ট্রেন্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড ২০১৮-১৯ এ ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা, ২০১৯-২০ এ ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা লাভ পায়। এই সংস্থার মোট ৩০টি গাড়ি ৫টি রোড-এ চলাচল করে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৯৫ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ তে ৬৫ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ এ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ এ ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা লাভ করে। এই নিগমের অধীনে ৩টি চা বাগান আছে। ফ্যাক্টরী আছে বক্ষকুণ্ড ও দুর্গাবাড়িতে। তিনি জানান তবে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড লোকসানে চলছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এই সংস্থার লোকসানের পরিমাণ ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ এ ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা রয়েছে। ২০১৯-২০ এ নামিয়ে আনা হয়েছে ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। কর্মচারি রয়েছেন ১০০ জন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন নিগমও লোকসানে চলছে। ২০১৫-১৬ তে লোকসান হয়েছে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ তে ১২ কোটি ১৭ লক্ষ, ২০১৭-১৮ তে ১২ কোটি ১৫ লক্ষ, ২০১৮-১৯ এ ৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ এ ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। মোট কর্মচারি রয়েছেন ২০৩ জন। ত্রিপুরা জট মিলও লোকসানে চলছে। ২০১৮-১৯ এ ৩৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। ২০১৯-২০ এ নামিয়ে আনা হয় ৩১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। মোট কর্মচারি রয়েছেন ২৪২ জন। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লোকসান ছিল ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ২০১৮-১৯ এ দাঁড়িয়েছে ২৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। কর্মী সংখ্যা রয়েছেন ২০৭ জন। ১৪টি রাস্তায় এই নিগমের গাড়ি চলাচল করে।

স্মারক প্রদান

আটের পাতার পর

স্বাস্থ্য মিশনের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সুপ্রিয় মল্লিক, ডাঃ সুনন্দ ভ-াচার্য, ডাঃ ম'তিশংকর নাথ, ডাঃ কাজল দেবগুপ্ত সহ মিশনের অন্যান্য কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ফোরামের সভা

আটের পাতার পর

শ্যামতনু আচার্য সহ যক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের পাশাপাশি ২জন টিবি চ্যাম্পিয়ন ইশান সরকার ও অভিজিৎ মজমদার প্রমুখ। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আটের পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমওআইসি ডাঃ অলক দেওয়ান, টিবি ইউনিটের এমওটিসি ডাঃ হৈমবতী পাল, স্বাস্থ্যকর্মীগণ ও বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ধবজ্যোতি দাস সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিদেশিদের গোলের ম্যাচে হার মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়াচক্রের

‘কপালটাই খারাপ’ম্যাচ শেষে আফসোস করছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্রের এক ফুটবলার। সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারানোর সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত হারের আফসোস তাঁর। আজ এক গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত সাইফ স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে ২—১ গোলে হারতে হলো মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে। দারুণ জমজমাট এক ম্যাচ হয়েছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। দুই দল উপহার দিয়েছে আক্রমণাত্মক ফুটবল। তিন গোলই করেছেন বিদেশিরা। মুক্তিযোদ্ধার গোলটি উজবেক ফরোয়ার্ড আকবর আলির।

একটি করে গোল করেছেন সাইফের নাইজেরিয়ান ডিফেন্ডার এমানুয়েল আরিয়াচুকু ও উজবেক মিডফিল্ডার সিরোজিদ্দিন রাখমাতুলেভ।

আগের ম্যাচে মুন্সিগঞ্জে আরামবাগ ক্রীড়াচক্রের বিপক্ষে জয় পেয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা। প্রথম জয়ের সে অনুপ্রেরণা নিয়ে আজ সাইফের রক্ষণভাগকে বারবার ঝাঁকুনি দিয়েছে তারা।

মুক্তিযোদ্ধার মালয়েশিয়ান কোচ রাজা ইসা তাঁর কৌশলে চমক এনেছেন। ক্যামেরুন জাতীয় দলে খেলা স্ট্রাইকার ক্রিশ্চিয়ান বেকেমেঙ্গাকে খেলিয়েছেন হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে।

৪—১—৪—১ ফরমেশনে হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে একেবারে হতাশ করেননি তিনি। বরং মাঝমাঠে তাঁকে পেয়ে আজ আগের চেয়ে উজ্জ্বল মনে হয়েছে জাপানি মিডফিল্ডার ও অধিনায়ক ইউসুকে কাতোকে।

২৫ মিনিটে কাতো, মেহেদী হাসান ও আকবর আলির রসায়নে এগিয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা। কাতো মাঝমাঠ থেকে আক্রমণভাগে পাস দিয়েছিলেন মেহেদীকে। স্থানীয় এই স্ট্রাইকার বল নিয়ন্ত্রণে না নিয়ে পায়ের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দেন।

বক্সের বাঁ প্রান্ত দিয়ে ঢুকে বলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান আকবর আলি। এতে সাইফ গোলরক্ষক পাপ্পু হোসেনের দায়ও কম নয়। ১০ মিনিট পরেই সাইফকে ম্যাচে ফেরায় তাদের নাইজেরিয়ান সেণ্টারব্যাক এমানুয়েল।

রহমত মিয়ার ফ্রি কিকে বক্সের মধ্যে থেকে হেডে গোলটি করেন তিনি। লিগে এটি তাঁর প্রথম গোল।

মূল স্ট্রাইকার ইকেচুকু কেনেথকে ছাড়াই আজ দল সাজাতে হয়েছে সাইফ কোচ পল পুটকে। তাঁর জায়গায় মূল স্ট্রাইকার হিসেবে খেলানো হয় স্থানীয় তরুণ সাজ্জাদ হোসেনকে।

কেনেথের বিকল্প হিসেবে মাঠে নামার চাপ তিনি নিতে পারেননি। কেনেথ মাঠে না থাকায় আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার জন ওকোলিও আজ ভালো সঙ্গ পাননি।

উপায়ান্তর না দেখে একক প্রচেষ্টায় কিছু করে দেখানোর আশায় মাঝমাঠ থেকে লেফট উইংয়ে সরে যান ওকোলি।

তাঁর ঝড়ো গতির মুভেই এসেছে জয়সূচক গোলটি।

৭৯ মিনিটে মাঝমাঠের ওপর থেকে দুর্দান্ত গতিতে বাঁ প্রান্ত দিয়ে কোনাকুনি বক্সে ঢুকে শট নেন ওকোলি। তাঁর শট মুক্তিযোদ্ধা ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে ফিরে এলে ফিরতি বলে শটে গোল করেন সিরোজিদ্দিন, ১—২।

লিগে চার ম্যাচ খেলে এটি সাইফের দ্বিতীয় জয়। তিন ম্যাচ খেলে মুক্তিযোদ্ধার দ্বিতীয় হার।

মেসিকে জড়িয়ে বার্সাকে অপমান করেছে নেইমারের ক্লাব

ব্যাপারটাকে হোয়ান লাপোর্তার নির্বাচনী চালও ধরে নিতে পারেন। আবার ধরে নিতে পারেন, ক্লাবের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়কে নিয়ে অন্য ক্লাবের এভাবে কথা বলায় সত্যি সত্যিই অপমানিত বোধ করছেন বার্সেলোনার সভাপতি পদপ্রার্থী। আবার দুটির মিশেলও হতে পারে।

লাপোর্তা হয়তো লিওনেল মেসিকে জড়িয়ে পিএসজির কথায় সত্যি সত্যিই আহত, তবে পিএসজির কথায় শঙ্কায় ভুগতে থাকা বার্সা সমর্থকদের কাছে নিজেকে ‘মেসাইয়া’ রূপে হাজির করতে, তাঁদের ভরসার জায়গা দখল করে নির্বাচনে জেতার জন্য সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছেন না লাপোর্তা, সেটিই—বা কে বলতে পারে? কী বলেছেন লাপোর্তা? পিএসজিকে ধুয়ে দিয়েছেন। এর আগে বার্সেলোনা থেকে নেইমারকে নিয়ে গেছে, সেটি নিয়ে ফরাসি ক্লাবটার ওপর একটু রাগ এখনো বার্সার কর্মকর্তাদের কথায় টের পাওয়া যায়।

নেইমারের ক্লাব এবার হাত বাড়াতে চাইছে মেসির দিকেও। তারা যে ৩৩ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে চায়, সেটি প্রকাশ্যেও জানাতে কুণ্ঠা নেই কাতারি মালিকানাধীন ক্লাবটির। কিন্তু পিএসজির এসব কথাকে বার্সার জন্য অপমানজনক মনে হচ্ছে লাপোর্তার কাছে।আগামী মৌসুমে লিওনেল মেসি কোথায় খেলবেনইউরোপিয়ান ফুটবলে গত কয়েক মাসেই বেশ আলোচিত প্রশ্ন এটি। গত আগস্টে মেসির বার্সা ছাড়তে চাওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে ক্লাবের উদ্দেশে ব্যুরোফ্যাক্স পাঠানোর পর থেকে এখন পর্যন্ত এই আলোচনা আর গুঞ্জন যেন থামছেই না। থামবেই-বা কেন? মেসির ভবিষ্যৎ যে ঠিক হওয়ার এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষণ নেই।

আগামী ২৪ জুন মেসি ৩৪-এ পা দেওয়ার দিন ছয়েক পরই বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তিটা শেষ হয়ে যাবে তাঁর। চাইলে ১ জানুয়ারি থেকেই যেকোনো ক্লাবের সঙ্গে দলবদলের আলোচনায় বসতে পারেন মেসি, সে জন্য বার্সার অনুমতিরও দরকার নেই।

তাঁর চুক্তি নবায়ন নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য হচ্ছে না। হওয়ার কথাও নয়, উচ্চবাচ্য করবে কে? বার্সার দিক থেকে সে আলোচনা করার এখতিয়ার যে পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির, সেই সভাপতি পদই যে খালি! যাঁর সঙ্গে মেসির ঝামেলা ছিল বলে শোনা যেত, বার্সার সাবেক সেই সভাপতি জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউ পদত্যাগ করেছেন আগেই।

এই মাসে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও করোনা মহামারির মধ্যে নির্বাচন ঝুঁকিপূর্ণ বলে সেটি পিছিয়ে গেছে। নির্বাচনের নতুন দিন ঠিক হয়েছে ৭ মার্চ। স্পেনে গুঞ্জন, নতুন সভাপতি নির্বাচনের পর তিনি ক্লাবকে আবারও মাঠে সর্বজয়ী করতে কী কী পদক্ষেপ নেবেন, দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করতে কী ‘স্পোর্টিং প্রজেক্ট’ নেবেন, সেসব শুনেই মেসি চুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত নেবেন। মেসি নিজেও কদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বার্সা সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন, জুনের আগে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।কিন্তু জুনে নেওয়া সেই সিদ্ধান্ত যদি হয় বার্সায় না থাকার? এমনিতেই তাঁকে পেতে ম্যানচেস্টার সিটি ও পিএসজি আগ্রহী বলে শোনা যায়। তবে গত কিছুদিনে পিএসজির নামটাই মেসিকে জড়িয়ে বেশি শোনা গেছে। নেইমার কিছুদিন আগে জানিয়েছেন, আগামী মৌসুমে মেসির সঙ্গে আরেকবার খেলতে চান। দেনায় জর্জর বার্সার যেহেতু এখন নেইমারকে কেনার সামর্থ্য নেই, নেইমারের ওই কথার পর তাই মেসির পিএসজিতে যাওয়ার গুঞ্জন ডালপালা মেলেছে।

এর মধ্যে পিএসজির ক্রীড়া পরিচালক লিওনার্দোর কথা গুঞ্জন আরও উসকে দিয়েছে।

গত সপ্তাহেই মেসিকে পিএসজির কিনতে চাওয়া না চাওয়া নিয়ে প্রশ্নে লিওনার্দো বলেছেন, ‘মেসির মতো গ্রেট খেলোয়াড়দের সব সময়ই দলে টানতে চায় পিএসজি।’ ব্যস, আগামী মৌসুমে নেইমার, মেসি আর কিলিয়ান এমবাপ্পের ত্রিফলা কেমন হতে পারে, সেটি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়ে

পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান যেন বলিউডের সেই নায়ক...

২০০৯ থেকে ২০২০এ সময়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে (পিসিবি) সাতজন প্রধান নির্বাচক এসেছেন। কিন্তু ফাওয়াদ আলমকে কেউ জাতীয় দলে বিবেচনা করেননি।

এমন নয় যে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করতে পারেননি। বরং উল্টোটাএই ১১ বছর মৌসুমের পর মৌসুম পারফর্ম করে গেছেন ফাওয়াদ। ৫৬.৪৮ গড়ে শুধু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেই ছিল ২৬টি সেঞ্চুরি ও ৩৩ ফিফটি।

কিন্তু পাকিস্তান জাতীয় দল এ সময় ৮৮ টেস্ট খেললেও ফাওয়াদ আলমকে দেখা যায়নি। এর মাঝে ৪০ জনের অভিষেক হয়েছে পাকিস্তান দলে। এত পরীক্ষা—নিরীক্ষার মধ্যেও জায়গা হয়নি ফাওয়াদের।

ফাওয়াদের টেকনিক নিয়ে একরকম অন্ধ অবিশ্বাস ছিল পাকিস্তান ক্রিকেটে দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের। এই আস্থাহীনতা গত বছরের আগস্টে কীভাবে ভাঙল, সে অন্য গল্প।

ইংল্যান্ড সফরে ডাক পেলেন তিনি। এরপর ছয় মাসের ব্যবধানে তিন টেস্টে পেলেন দুটি সেঞ্চুরি। শেষটি কাল করাচি টেস্টেঘরের মাঠে। ২০০৯ সালে টেস্ট অভিষিক্ত ফাওয়াদের বয়স এখন ৩৫, যখন অনেকেই সরে দাঁড়ানোর কথা ভাবেন।

ওদিকে তাঁর নামের পাশে মাত্র ৮ টেস্ট। ভাবা যায়! ফাওয়াদ নিজেই বলতে পারেন, আর কারও যেন তাঁর মতো ভাগ্য না হয়।

তাঁর কথা শুনলে মনে হবে, ভাগ্য কিংবা নিবার্চকদের এমন পরিহাসের সঙ্গে ফাওয়াদ শান্তি স্থাপন করেছেন। কাল সেঞ্চুরির পর বলেছেন, ‘আমি কাউকে দোষারোপ করি না। সব সময় বলে এসেছি, ভাগ্যে এমন কিছু লেখা থাকলে কেউ আটকাতে পারবে না।’

মোটামুটি পেশাদার পর্যায়ে উঠে আসা যেকোনো ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন থাকে জাতীয় দলে খেলা। সেখানে সুযোগ পেয়ে এত দিন ব্রাত্য থাকার জ্বালা সহ্য করে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক থাকা, ফিটনেস ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সত্যি বলতে, ফাওয়াদের এই ক্যারিয়ার যেন পুরোনো সিনেমার গল্পপ্রায় পুরো সিনেমায় নায়ক নানা দুঃখ—কষ্ট ও যাতনার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর হয়তো শেষ আধা ঘণ্টায় নায়ক সব হিসেব চুকিয়ে নেয়। শেষটা মিলনাত্মক হলেও ‘অনেক দেরি হয়ে গেছে’ অনুভূতি দর্শকের মনে নাড়া দেয়।

উপমহাদেশে ষাট—সত্তর—আশি এমনকি নব্বই দশকেও এমন ধাঁচের প্রচুর সিনেমা বানানো হয়েছে। বাংলাদেশে এমন চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন, জসীম, ফারুক, রাজ্জাক, ইলিয়াস কাঞ্চন। বলিউডে দিলীপ কুমার, ফারুক শেখ, রাজেশ খান্না থেকে অনেকেই এমন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

হার্শা ভোগলে ফাওয়াদের ক্যারিয়ারকে সিনেমার তেমন চরিত্রের সঙ্গেই তুলনা করলেন। ভারতের এই খ্যাতিমান ধারাভাষ্যকার ও বিশ্লেষকের আজকের একটি টুইট দেখুন, ‘ফাওয়াদ আলমের বিষয়ে আরেকটু জানলাম। এ যেন পুরোনো হিন্দি সিনেমা, যেখানে নায়ক ভাগ্যের সব পরীক্ষা দিয়ে অবশেষে পুরস্কার পান, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।’ হার্শার এই টুইট এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪২০ বার রি—টুইট হয়েছে। মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে ১০ হাজারের বেশি।

সেঞ্চুরি করলে ফাওয়াদের উদযাপনের পদ্ধতিটা বাকিদের চেয়ে একটু আলাদা। বাম পা উঁচু করে ডান হাতে ব্যাটটা তুলে বাম হাতটা ঘোড়ার রাশ টানার মতো পেছনের দিকে একটু টানেন।

অনেকের কাছেই এমন উদযাপনের রহস্য জানতে ইচ্ছে হতে পারে। ফাওয়াদ কাল সেই রহস্য ভেঙেছেন সংবাদমাধ্যমে। তুর্কি ড্রাম সিরিয়াল ‘আরতুগ্রুল গাজি’ থেকে এমন উদযাপন বেছে নিয়েছেন ফাওয়াদ। নিউজিল্যান্ড সফরে সেঞ্চুরির পরও এভাবে উদযাপন করেছিলেন তিনি। ফাওয়াদ বলেন, ‘বিখ্যাত ড্রামা সিরিজ “আরতুগ্রুল গাজি” থেকে এটা নিয়েছি। যুদ্ধ জয়ের পর আরতুগ্রুলেরপ্রধান চরিত্রঘোড়া (রাশ টেনে) ঘুরিয়ে নেওয়াটা অনুকরণ করি।’

এভাবে উদযাপনের বুদ্ধিটা নিউজিল্যান্ড সফরে মাথায় এসেছিল ফাওয়াদের, ‘নিউজিল্যান্ড সফরে আমি আর আজু ভাই (আজহার আলী) সিদ্ধান্ত নিই, যে—ই সেঞ্চুরি করুক, আরতুগ্রুলের যুদ্ধ জয়ের পর উদযাপন অনুকরণ করব। এরপর সেঞ্চুরি করলাম, তারপর থেকে এটাই আমার নিজস্ব উদযাপন।’

পাকিস্তানি এই ক্রিকেটারের উদযাপন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আদৃত হয়েছে। তাঁর এই উদযাপনকে অনেকেই তাঁর ক্যারিয়ারের যুদ্ধজয়ের সঙ্গে তুলনা করছেনবাইশ গজের পর্দায় ১১ বছর ব্রাত্য থাকার যুদ্ধ জিতে ফেরার উদযাপন!

করোনার পরও ১২ দেশে হবে ২০২০ ইউরো

ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা উয়েফা বহু আগে থেকেই পরিকল্পনা করছিল ২০২০ ইউরো নিয়ে। নিজেদের সংস্থার ৬০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা শহরে নয়, ইউরোপজুড়েই আয়োজিত হবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই।

যত বেশি সম্ভব শহরে ইউরো আয়োজনের সিদ্ধান্ত বহু আগেই পাস হয়েছিল। কিন্তু করোনাভাইরাসে সব হিসাব বদলে গেছে। প্রাথমিকভাবে ১২ জুন থেকে ১২ জুলাই হওয়ার কথা ছিল ২০২০ ইউরো। করোনার বিরতি শেষে ইউরোপের বিভিন্ন লিগ চালু করা গেলেও ইউরো আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। কারণ, গত বছর মার্চেই ইউরো এক বছর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নতুন সূচিতে এ বছর ১১ জুন ২০২১ থেকে ১১ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত চলবে ইউরো ২০২০। কিন্তু করোনার এ সময় ১২টি ভিন্ন শহরে, ১২ দেশে এতগুলো দলের খেলা ও ভ্রমণের সমস্যার কথা চিন্তা করে ফরম্যাট বদলানোর শঙ্কা জেগেছিল। উয়েফা কাল নিশ্চিত করেছে, ১২টি শহরেই হবে এবারের ইউরো।

২০১৬ সাল থেকে ইউরোর ফরম্যাট বদলেছে। ১৬ দলের বদলে ২৪ দল নিয়ে হচ্ছে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে। সে সুবাদে ম্যাচের সংখ্যাও বেড়েছে। তাই প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন শহরে টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রস্তাব লুফে নিয়েছিল দেশগুলো। এককভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনের বাড়তি চাপ না নিয়েই আয়োজকের সম্মান লাভ করতে ২০টি শহর আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ২টি শহর সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য আবেদন করেছিল। আর ১৯টি শহর আবেদন করেছিল গ্রুপ পর্বের জন্য। জার্মানির মিউনিখ এ দুটি পর্যায়ের জন্যই আবেদন করেছিল।

১৩টি শহর শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে টেকে। ফাইনাল ও সেমিফাইনালের দায়িত্ব পেয়েছিল ইংল্যান্ডের লন্ডন। আর গ্রুপ পর্ব ও কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত ম্যাচগুলো আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল ইতালির রোম, স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো, স্পেনের বিলবাও, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম, আজারবাইজানের বাকু, হাঙেরির বুদাপেস্ট, রোমানিয়ার বুখারেস্ট, রাশিয়ার সেইন্ট পিটারসবার্গ, জার্মানির মিউনিখ ও বেলজিয়ামের ব্রাসেলস। এর মধ্যে ব্রাসেলসকে বাদ দেওয়া হয়। এই শহরের নির্ধারিত ম্যাচগুলো লন্ডনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে।

এই ১২ শহরে গ্রুপ পর্বে তিনটি করে ম্যাচ হবে। অর্থাৎ ছয় গ্রুপের প্রতিটি গ্রুপের দলগুলো দুটি ভিন্ন শহরে খেলবে। এ ছাড়া আটটি শেষ ষোলোর ম্যাচ হবে আট ভেন্যুতে। চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হবে বাকি চার ভেন্যুতে। আর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে। অর্থাৎ টুর্নামেন্টজুড়ে দলগুলোকে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে হবে। করোনাকালে অনেক দেশেই কঠোর কোয়ারেন্টিন মানা হচ্ছে। এ সময় ভ্রমণে নানা রকম বাড়তি ঝামেলা যুক্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উয়েফার ইউরো, এভাবে ইউরো আয়োজন উচ্চাবিলাসী পরিকল্পনা বলেই মনে হচ্ছে অনেকের।

এ ব্যাপারে গতকাল আয়োজক ১২ শহরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে উয়েফা। আলোচনা শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সংস্থাটি। এক বিবৃতিতে উয়েফা জানিয়েছে, তারা পিছু হটছে না। ১২টি শহরেই ইউরো আয়োজন করা হবে, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ইউরোপজুড়ে ১২টি শহরে ইউরো আয়োজনের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞার কথা আবার জানিয়েছে উয়েফা। বিভিন্ন শহরের নানা রকম সমস্যা ও পরিস্থিতির কারণে এ টুর্নামেন্ট আয়োজনে জড়িত সবাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝেন। এ কারণে মহামারির এ সময় যেভাবে পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, স্টেডিয়ামগুলোয় কীভাবে সমর্থকদের আনা যায়, সে—সংক্রান্ত পরিকল্পনা জমা দেওয়ার শেষ সময় বাড়িয়ে এপ্রিলের শুরুতে নেওয়া হয়েছে।গত বছরের মে মাস থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফুটবল ফিরেছে। পরিস্থিতি ভালো হতে শুরু করায় জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে সীমিত পরিসরে দর্শকও ফিরেছিল।

সন্ধান চাই

Ref:- Talamura PS GDE No. 36, Dated- 29/09/2020

পাশের ছবিটি হল শ্রীমতি শিল্পী দাস (চৌধুরী)(২৫) স্বামী-শ্রী গৌতম চৌধুরী সাং- ইচারবিল, থানা-তেলিয়ামুড়া জিলা- খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ২৯/০৯/২০২০ ইং তারিখে তাহার নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়।কিন্তু অদ্যাবধি বাড়িতে ফিরে আসেনি। উক্ত মহিলার গায়ের রং ফর্শা, উচ্চতা- ৪ ফুট পরনে- শাড়ী।

উক্ত মহিলার ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা
(১) খোয়াই ডি.আই.বি কন্ট্রোল
(২) তেলিয়ামুড়া থানা

স্বাঃ
২৩/০১/২০২০
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই - ত্রিপুরা

ICA/D-1353/21

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
No.F. 731/EE/PD/AMC/2020/2671-2676
Dated : Agartala, 27-01-2021

CORRIGENDUM

Due to some unavoidable circumstances timeline for submission for EOI No. 20/EOI/EE/PD/AMC/2020-21 for “Wall painting within AMC area” has been extended up to 03-02-2021. Other terms and condition will remain same.
Contact Details for submission of EOI:
Executive Engineer Planning Division
City Centre (4th Floor) Paradise Chowmuhani
Agartala, Tripura
Phone : 0381- 232- 5507, 232-5646
Fax : 03812325149

(Er. Sujoy Chowudhury)
Executive Engineer
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 23/AGR1/EE(MECH)/2020-21

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (Mech), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Matripalli, Badharghat, Agartala invites Percentage Rate e-Tenders from the eligible bidders Up to 12/02/2021 at 3:00 PM for the following work:

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening
1.	Operation, running maintenance and repairing of Plant & Machinery of 3500 M.T capacity Multipurpose Cold Storage at Melaghar during the year - 2021. (25/AGRI/EE(M)/2020-21)	Rs. 7,82,745/-	Rs.7,827/-	Up to 12/02/2021 at 03:00 PM	12/02/2021 at 04:00 PM (If possible)

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 9774318481.

ICA/C-2954

Executive Engineer (Mech),
Department of Agriculture & F.W,
Matripalli, Badharghat, Agartala

NOTIFICATION

As a part of "Ease of Doing Business" (EoDB) initiative of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Government of India, two services have been designed and developed under "https://edistrict.tripura.gov.in" for Registration of Contractors for Works and Services and Road cutting permi 3sion & Inspection carried out in a manner that it allows online application submission, document submission, payment and approval. 2. The online system will be operational for Industry, Public use from 31st January, 2021 and therefore no application and documents related to both the services in physical form will be entertained iattr 30th January, 2021. 3. This is issue in partial modification of earlier Notification No.F.8(12)- PWD(GE)/2019/11946-12246 & 12247-12377 dated 22nd December, 2020.

ICA/D-1364/21

By order of Governor
(Susanta Datta)
Deputy Secratary PWD

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. eNT-5/CE/RDD/HIR-VANNEH/2020-21 dt.22/01/2021

The Executive Engineer-I, o/o the Chief Engineer, RD Department invites tender for following works from the eligible bidders Up to 3 PM of 11/02/2021 (office date and hour only) for the hiring of 1 (one) No. Maruti Omni Van / Eco incf: fuel and driver for the use of Secretariat, Finance Department for performing the office work. For details visit the website http://tripura.gov.in and http://rural.tripura.gov.in/.Contact at 0381 230-0125 during office date and hour only. Any subsequent corrigendum will be available in the website.

ICA/C-2947/21

[Er. M. et)]
Executive Engineer-I to the
Chief Enineer (RD)
Gurkhabasti, Agartala

সন্ধান চাই

Ref. RK Pur PS Case No. 2021RKP002 Dated: 03-01-2021 u/s-341/325/307/506 IPC

পাশের ছবিটি পলাতক আসামী শ্রী অমিতাভ ভৌমিক (৪৫), পিতা- মৃত শ্যামলেন্দু ভৌমিক, সাং- রাজারবাগ স্কুল রোড, থানা- রাধাকিশোরপুর, জিলা- গোমতী। তাহার নামে রাধাকিশোরপুর থানায় উক্ত মোকাদ্দমা লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন হইতে সে পলাতক।উক্ত পলাতক আসামীটির সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। (প্রয়োজনে তথ্যদাতার পরিচিতি গোপন রাখা হইবে)**যোগাযোগ ঃ ১. এস পি (ডিআইবি) গোমতী- ০৩৮২১ ২২৩৫৫১/০৯৪০২১১৯১৩। ২. ওসি, আর কে পুর থানা- ৯৪৩৬৭৭৩৫৯৫।**

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর।

ICA/D/1359/21

জাগরণ 29 January, 2021, Friday আগরতলা ২৯ জানুয়ারি, ২০২১ ইং, ■ ১৫ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আজ থেকে শুরু শিল্প ও বাণিজ্য মেলা। তাই সাজছে মেলা প্রাঙ্গন। ছবি-নিজস্ব।

৩০ জানুয়ারি আগরতলায় দীনদয়াল গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনা নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের ডি আর ডি বিভাগের উদ্যোগে আগামী ৩০ জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের 'দীনদয়াল গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনা' বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, পশ্চিম জেলার বিভিন্ন প'ায়েত সমিতি ও বিএসি'র চেয়ারম্যানগণ, গ্রাম প'ায়েত প্রধানগণ এবং এডিসি ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা আয়োজিত হবে। এদিন সকালে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) এই কর্মশালার উদ্বোধন করবেন। ডি আর ডি বিভাগের আধিকারিক এ সংবাদ দিয়ে জানান, তিন বছর ধরেই এই যোজনায় যুবক যুবতীদের বিনামূল্যে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় পেশাগত কর্মসূচিতে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও করে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম জেলায় এখন পর্যন্ত ১,১১৮ জন যুবক যুবতীকে এই দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৫৫৫ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে গ্রামের যুবক-যুবতীদের এই যোজনার সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে যক্ষা প্রকল্পের সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। সারা রাজ্যে যক্ষা রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কুমারঘাট এলাকায় নয়দ্রোন উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২৫ জানুয়ারি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যক্ষারোগ প্রতিরোধের উপায় এবং উপসর্গ নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিজেদের এলাকায় ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এরোগের উপসর্গ দেখামাত্র চিকিৎসক ও নিজ নিজ এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা আশাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়। আলোচনা সভায় জানানো হয় টিবি রোগীকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের জন্য ৫০০ টাকা করে তাদের ব্যাংক একাউন্টে দেওয়া হয়। আলোচনা সভায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

কুমারঘাট ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। কুমারঘাট ব্লকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার উপর বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্পতি কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির হলে ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের এক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মানুষের কল্যাণে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের সুফল যথাযথভাবে মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সভায় কুমারঘাটের বিডিও মিঠুন দাস চৌধুরী জানান, কুমারঘাট ব্লকে চলতি অর্থবর্ষে এম জি এন রেগায় এখন পর্যন্ত গড়ে ৫৫.৯৬ দিন কাজ হয়েছে। এই কর্মসূচিতে মোট শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৯,৮৭,০৯৪ দিন। সভায় উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, বিধায়ক ভগবান দাস, প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হ্যাপি দাস, প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দেবব্রত দত্ত, বিএসি'র চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

পর্যালোচনা সভায় ব্লক এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা হয়। সভায় বিডিও আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩,৪০৩ টি শৌচালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পর্ণরূপে শেষ হয়েছে। অন্যদিকে ব্লক এলাকায় চলতি ২০২০-২১ অর্থবর্ষে চর্তদশ অর্থকমিশনের ২ কোটি ৪১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে নানা উন্নয়ন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে পানীয় জল, শৌচালয়, সেচ, নির্মাণ কাজ, রাস্তা সংস্কারের কাজ ইত্যাদি হয়েছে বলেও বিডিও জানিয়েছেন। কুমারঘাটের সিডিপিও জানিয়েছেন বর্তমানে কুমারঘাটের নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রজেক্ট থেকে মোট ৮,১১৬ জন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। সভায় এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, উদ্যান, ক'ষি, বন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়ণ যোজনা, বিদ্যৎ, এডিসি প্রশাসন, শিক্ষা, জল সম্পদ, মৎস্য ও পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তর থেকে স্ব স্ব দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা সভায় তুলে ধরেন।

জম্পইজলায় দুগ্ধ উৎপাদনশীলতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। জম্পইজলা মহকুমার অন্তর্গত জম্পইজলা এডিসি ভিলেজের কালিকান্ত পাড়ায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে সম্পতি দুগ্ধ উৎপাদনশীলতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিজ নিজ গবাদী পশু নিয়ে প্রতিযোগিতায় ১৭ জন গো-পালক অংশগ্রহণ করেন। তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতি বিভাগে ৪ জন প্রতিযোগীকে সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক তথা জম্পইজলা আর ডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে ছিলেন প্রাণী চিকিৎসক ডা. রাজীব দাস ও ডা. মন্দিরা রিয়াং। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা ডা. মৌসুমি দাস ও ডা. ভিল্লা দেববর্মা।

গোমতী জেলায় জেলাভিত্তিক টিবি ফোরামের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। জেলা যক্ষা প্রকল্পের পক্ষ থেকে গোমতী জেলায় গতকাল জেলাভিত্তিক টিবি ফোরামের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সিনিয়ার ডেপুটি মেজিস্ট্র্যাট। সভায় যক্ষা রোগ দূরীকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পাশাপাশি যক্ষা রোগীদের কীভাবে আরও বেশী করে সহায়তা করা যায় ও সকলস্তরের মানুষকে আরো সচেতন করা যায় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। টিবি হারবে দেশ জিতবে এই ভাবনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টিও আজকের আলোচনা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। টিবি চ্যাম্পিয়নরা তাদের চিকিৎসা চলাকালীন সুযোগ সুবিধা কিংবা প্রকল্পের তরফ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়গুলি নিজ নিজ এলাকায় যাতে সাধারন মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারেন সে বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদেরও এবিষয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটিভ কেইস ফাইণ্ডিং করার বিষয়ে আশাকর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিটিও ডাঃ দীপক রুদ্র পাল, জেলার আইএমএ শাখার সভাপতি ডাঃ ধব দাস, ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির জেলা সম্পাদক সুকুমার দাস, মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ

ছয়ের পাতায় দেখুন

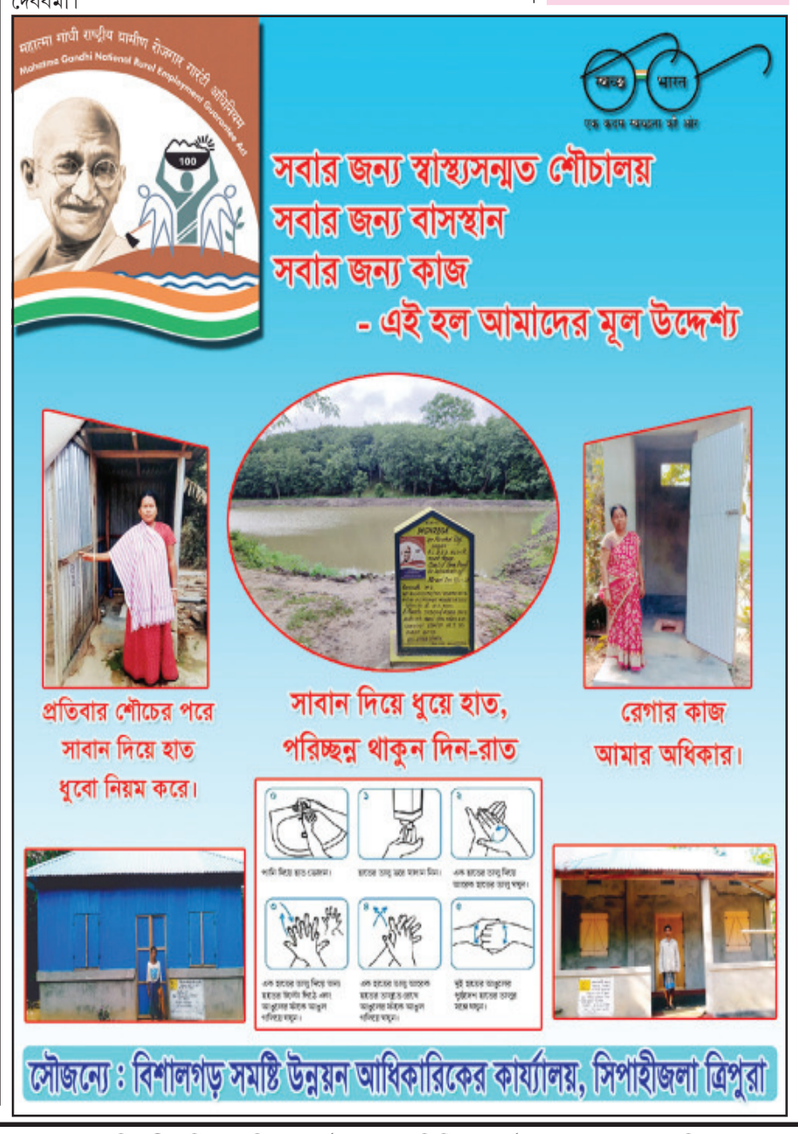

কমলপুরে সুকন্যা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকার আই সি ডি এস কার্যালয়ের উদ্যোগে সম্পতি সুকন্যা দিবস উদযাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে একদিনের এই আলোচনা সভা আয়োজিত হয় নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প কার্যালয়ের সভাগৃহে। নগর প'ায়েত এলাকার ২৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও বিভিন্ন অংশের মায়েদের উপস্থিতিতে এদিনের সভায় আলোচনা করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ধলাই জেলা আধিকারিক উত্তম কুমার দাস, সালেমা আই সি ডি এস প্রকল্পের সি ডি পি ও প্রদীপ সরকার, আই সি ডি এস সুপারভাইজার দেবব্রত মিশ্র চৌধুরী, ধলাই জেলা শিশু কল্যাণ পর্ষদের সদস্যা সুমিতা দেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য শিশু কল্যাণ পর্ষদের সদস্যা স্বপা দাস পাল। আলোচনা সভায় নারী ক্ষমতায়ণ, কণ্যা সন্তানদের শিক্ষায় অগ্রাধিকার, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিবাহ রদ করা বিষয়ে সামাজিক প্রচার ও আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আগরতলায় লাইহারাওবা উৎসবের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। পুথিবা ওয়েলফেয়ার এণ্ড কালচারেল সোসাইটি এবং লাইহারাওবা কমিটির উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহায়তায় আগরতলার অভয়নগরস্থিত পুথিবা দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী পুথিবা লাইহারাওবা উৎসব ও মেলা ২৬ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন ভারতবর্ষ নানা ভাষা, সম্পদায় ও মিশ্র সংস্ক'তির দেশ। এই মিশ্র সংস্ক'তির জন্য ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের মধ্যে অনন্য। এই লাইহারাওবা উৎসব মণিপুরী সম্পদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব। রাজ্যে বসবাসকারী মণিপুরী সম্পদায়ের মানুষ সংস্ক'তি চর্চার মাধমে তাদের প্রাচীন সংস্ক'তিকে তুলে ধরেছে। এই সকল উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিটি সম্পদায়ের মানুষ তার নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জাতির সংস্ক'তির বিকাশে সকলকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গাঁ প্রসাদ প্রাসিন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এন নির'ন দত্ত। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীগণ মণিপুরী সম্পদায়ের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

রাজ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছেঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, রাজ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে করোনা রোগীর সুস্থতার হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ২০ হাজার ২৩৩ জনকে টিকাকরণ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, দ্বিতীয় পর্যায়ে টিকাকরণের জন্য ৫৯ হাজার ৭৯৪ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি জানান, জাতীয় কলা উৎসবে প্রথমবার অংশ নিয়েই ৩টি পুরস্কার পেয়েছে রাজ্যের প্রতিযোগীরা। করোনা-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে এবছর অনলাইনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, জাতীয় কলা উৎসবে অংশ নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডনবস্কো স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী নমশ্রী সিংহ দ্বিতীয়, পরম্পরাগত লোকনৃত্যে গোমতী জেলার জলেমাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ফাইসৌকাং জমাতিয়া দ্বিতীয় এবং দ্বিমাত্রিক অঙ্কন শৈলীতে গোমতী জেলার চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রলয় ধর তৃতীয় স্থান পেয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রলয় ধর একজন বিশেষভাবে সক্ষম (দিব্যাঙ্গজন) ছাত্র।

রাজধানী আগরতলা শহরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের শিশু বিহার স্কুল সংলগ্ন অফিসার্স কোয়ার্টার লেন এলাকায় গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মাঙ্গলিক সাংস্কৃতিক সংস্থার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে টিভি সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে। চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহরের ভিআইপি এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে এ ধরনের চুরির ঘটনায় এলাকাবাসী রীতিমতো স্তম্বিত।বৃহস্পতিবার সকালে মাঙ্গলিক সাংস্কৃতিক সংস্থার এক সদস্য ঘরের দরজা ভাঙা দেখে ক্লাব কর্মকর্তাদের খবর দেন। খবর পেয়ে ক্লাব কর্মকর্তারা ছুটে আসে। খবর পাঠানো হয় পশ্চিম থানার পুলিশকে। থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু কর। তবে চলে যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করার কোনো খবর নেই। মাঙ্গলিক সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক সুরজিৎ ভট্টাচার্য বলেন এ ধরনের চুরির ঘটনায় তারা রীতিমতো বিস্মিত কেননা রাজধানীর সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে তাদের এই সংস্থা অফিসটি অবস্থিত। এই এলাকাতেই রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্র, বিধানসভার অধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতার সরকারি বাসভবন এবং দুই নম্বর এমএলএ হোস্টেল। সম্পাদক জানান গত দু'দিন আগেও এলাকার একটি রেশন শপের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর এসব চুরির ঘটনায় এলাকার মানুষজন নতুন করে নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন।

বিজেপি ডক্টরস সেলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিজেপি ডক্টরস সেলের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক মহতী রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়।রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিজেবি প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রভারি ডাক্তার তমজিদ নাথ।, সোসাইটি ফর মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান পি রয়, ডক্টর সেলের কনভেনার সুশান্ত রায়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, দল এখন একটি সামাজিক পার্টি তে পরিণত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে বিজেপি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী স্যানিটাইজার মাস্ক ইত্যাদি বিপুল সংখ্যায় সরবরাহ করেছে। বিজেপির ডক্টরস সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এধরনের রক্তদান শিবির সংঘটিত করায় তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন বিজেপির ডক্টর সেল শুধুমাত্র রক্তদান শিবির সংক্রান্ত করেই তাদের দায়িত্ব খালাস করে না তারা নানা সামাজিক কর্মসূচিতে নিয়োজিত হয়ে থাকেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বিজেপির সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন শুধুমাত্র রক্তদান করলেই চলবে না অন্যদের রক্তদানে উৎসাহিত করতে হবে। রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি বলেন আগামী দিনেও রক্তদানের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলোতে রক্তের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে রক্তদাতাদের এগিয়ে আসতে হবে। রক্তদান ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠন গুলির রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির প্রথম সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা।

মানবিকতা আজ ধ্বংসের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জানুয়ারি।। মানবিকতা আজ ধ্বংসের মুখে। দেখেও না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে মানুষ। মানুষ যখন তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন এসে পাগল রূপে পরিণত হয়। আর পাগল হওয়ার পরই তার কোন আপন ব্যক্তি বলে আছে এই পৃথিবীতে সেটা সে একেবারে ভুলে যায়। বৃহস্পতিবার বিশালগড় এমনই একটি কাহিনি দেখা গেলো। সাতসকালে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় এক ভবঘুরে ব্যক্তিকে রাস্তায় চলাফেরা করার সময় একটি গরু তার মাথার সিং দিয়ে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভবঘুরে ব্যক্তিটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।পথচলতি লোকেরা বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দেয়। কর্মীরা ছুটে গিয়ে ভবঘুরে ব্যক্তিটিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।কিন্তু ভবঘুর কে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর অগ্নিদপ্তরের কর্মীদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন। দীর্ঘ প্রায় আধ ঘন্টা যাবত সেই সে ভবঘুরে ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে স্ট্রেচারের উপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। কোন চিকিৎসক কিংবা নার্স তার পরিষেবার জন্য এগিয়ে আসে নি। চিকিৎসার জন্য ছটফট করছে ভবঘুরে লোকটি। এই দৃশ্য দেখে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগি এবং রোগির আত্মীয় পরিজননেরা একপ্রকার হতবাক হয়ে পড়েন। ভবঘুরে হতে পারে তারপরেও সে একজন মানুষ। তার চিকিৎসা না করিয়ে একটি কম্বল তার গায়ে দিয়ে স্ট্রেজারের মধ্যে রেখে দেন। অবশেষে সাংবাদিকরা যাওয়ার পর ডাক্তারবাবুরা এগিয়ে আসেন এবং তার চিকিৎসা করার জন্য হাত লাগান। যদি এরকমই মানবিকতা হয়ে থাকে তাহলে আর বেশি দূর নয় যে সমাজ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে আসবে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। সে পাগল হোক আর একজন শুভবুদ্ধি মানুষ ডাক্তার এর কর্তব্য ছিল তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা কাজে হাত লাগানো।

খোয়াইয়ে যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কমিউনিটি হলে সম্পতি জেলা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যোগা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শ্রী দাস চৌধুরী পড়াশুনার সাথে সাথে শরীর চর্চার মাধ্যমে রোগমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। কল্যাণপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ ছাত্রছাত্রীদের যোগাভ্যাস গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর প'ায়েতের প্রধান তাপস দেবরায়, কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অ'না দেববর্মা, কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান কানাই শীল প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জেলা সচিব বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন জেলা আধিকারিক প্রিয়দর্শী চাকমা। জেলাভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতায় খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ত'তীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর মোট ৪০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

খোয়াইয়ে ৪,১৯৪ কুইন্টাল ধান সহায়ক মূল্যে ক্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই মহকুমার ক'ষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনার কাজ গত ২৬ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। খোয়াইয়ের গণকীস্থিত সরকারী মজত ভাণ্ডারে ২২ জানুয়ারি থেকে এই ধান কেনা শুরু হয়। মহকুমার ২৪০ জন ক'ষকের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ৪,১৯৪ কুইন্টাল ধান ক্রয় করা হয়েছে। মহকুমা খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক কার্যালয়ের চীফ ইন্সপেক্টর এই তথ্য জানিয়ে বলেন, ক'ষকদের কাছ থেকে প্রতি কুইন্টাল ধান ১,৮৬৮টাকা দরে ক্রয় করা হয়েছে।

৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে স্মারক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারি স্বাস্থ্য মিশনের প্যালেস কমপাউণ্ডস্থিত মূল অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মিশন অধিকর্তা রাজ্যে স্বাস্থ্য মিশনের গুরুত্ব ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডাঃ কমল রিয়াং সারা রাজ্যে স্বাস্থ্য মিশনে প্রতিটি পরিষেবা শহরা'ল থেকে প্রত্যন্ত অ'লে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ অবদানের জন্য এদিন ১৬ জনকে (চিকিৎসক ও আর-বিএসকে টিমের ফার্মসিস্ট) স্বাস্থ্য মিশনের তরফে মারক ও প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফুলঝাড়ুর কদর হ্রাস পাচ্ছে, দুঃশ্চিন্তায় গিরিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের বনভূমিতে ফুলঝাড়ু একটি বনজ সম্পদ। এই ফুলঝাড়ু সম্পদকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে না রাজ্যের বনকর্মীরা। যদি রক্ষণাবেক্ষণ হত তবে এই বনজ সম্পদ থেকে বনদপ্তর কর আদায় করতে পারত বিভিন্ন বেনিফিসারীদের কাছ থেকে। ১৮ মুড়া পাহারে ফুল ঝাড়ুর ছয়লাপ। খেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদেএই বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে এলাকার ভূমিপুত্ররা। একটা সময় বিভিন্ন ল্যাম্পস ভূমিপুত্রদের কাছ থেকে ফুলঝাড়ু সংগ্রহ করত অর্থের বিনিময়ে, ভূমিপুত্ররাও নায্য মূল্য পেত। কিন্তু বর্তমানে ল্যাম্পস গুলি ভূমিপুত্রদের কাছ থেকে ফুলঝাড়ু ক্রয় করে না কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। যার ফলে এলাকার ভূমিপুত্ররা ফুলঝাড়ু বাজারজাত করেও নায্য মূল্য পাচ্ছে না।

এ নিয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে থাকা উপজাতি দোকানি বলেন, ফুলঝাড়ু বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে গেলেও সঠিক মূল্য পায় না। তবে এই ফুলঝাড়ু আমরা ১৮ মুড়া পাহাড়ের বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করি। যা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে আয় উপার্জন করার জন্য। এছাড়াও ফুলঝাড়ু বাড়িঘরের গৃহিণীদের কাছে একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

বিজ্ঞানের যুগে বাজারে প্লাস্টিকের ফুলঝাড়ু আসার ফলে বনাঞ্চলের ফুলঝাড়ুর কদর কিছুটা হ্রাস পেতে চলছে। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা বনাঞ্চলের ফুলঝাড়ু নিয়ে রাজ্য বনদপ্তর উদ্যোগী হলে প্রত্যন্ত এলাকার অনেক উপজাতি অংশের মানুষজনরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।